Contents

নামাযে খুশু'

উন্নয়নের ৩৩ উপায়

(সাবাবুন লিল খুশু' ফিস সালাহ)

মূলঃ শেখ মুহাম্মাদ সালিহ আল্-মুনাজ্জিদ

- খুশু' কি এবং কেন?
- খুশু' কি আবশ্যিক?
- খুশু' উন্নয়নের উপায়
- নামাযে পড়া আয়াতগুলোর সাথে মিলে একাকার হয়ে যাওয়া
- আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রার্থনার জবাব দেন যেভাবে
- সিজদার স্থানে তাকানো; নামাযে চোখ বন্ধ করা কি সমর্থনযোগ্য?
- তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানোর গুরুত্ব
- খুশু' যেভাবে নামাযের সাথে জড়িয়ে থাকে
- নামাযে পশুদের সদৃশ না হওয়া
- পাঁচ স্তরের নামাযী

এবং ....

অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মোঃ আজাবুল হক

নামাযে খুশু' উন্নয়নের ৩৩ উপায়
(সাবাবুন লিল খুশু' ফিস সালাহ)

মূলঃ শেখ মুহাম্মাদ সালিহ আল্-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মোঃ আজাবুল হক

মাসুমা আকতার সুলতানা কর্তৃক প্রকাশিত
ওয়ালিয়া, গোপালপুর, লালপুর, নাটোর, বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১৪

প্রাপ্তিস্থান

- মোকাররম, বই বিক্রেতা ও প্রকাশক
  ৩১৫, নিউ মার্কেট, ঢাকা, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৯৬৬৪২১৩, ০১৭১৯ ০৬৮৮৭
- নলেজ বুক কর্ণার
  কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৯৬৭৬১৫৪
- আহসান পাবলিকেশন
  কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৯৬৭০৬৮৬

কাভার ডিজাইন এবং লেআউট
তাবাসুম পারভীন
(সিটি প্রিন্ট এন্ড ডিজাইন লিঃ, লন্ডন, ইউ কে)
মিকদাদ হাসান
প্রিন্টঃ
দিগন্ত প্রিন্টিং প্রেস
১৬৭/২-ই, ইনার সার্কুলার রোড, ইডেন কমপ্লেক্স, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

Namajey Khushu Unnoyoner Tettris Upay, by Muhammad Salih Al-Munajjid (Translated and edited in Bengali by Md Azabul Haque) Published by Masuma Aktar Sultana, Walia-6420, Gopalpur, Lalpur, Natore, Bangladesh.
First Edition: June 2014

Price: 40/- Taka (BD) (£2 UK pound)

অনুবাদকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আস্‌সালামু আলাইকুম । সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যাঁর অগণিত শুকরিয়া যে তিনি বইটি প্রকাশ করালেন । দরূদ ও সালাম শেষ ও শ্রেষ্ঠ রসূল, দয়ার নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যিনি আমাদের সবার প্রেরণা এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

বইটি আরব বিশ্বের বিখ্যাত আলেম শেখ মুহাম্মাদ সালিহ আল্‌-মুনাজ্জিদ কর্তৃক **সাবাবুন লিল খুশু' ফিস সালাহ** এর বাংলা অনুবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌস নসীব করুন।

সিলেটের মোঃ আকমল হোসাইন ভাইয়ের কথা স্মরণ করছি, যিনি আমাকে প্রথম বইটির ইংরেজী অনুলিপিটি দেন অনুবাদ করার জন্য। বইটি পড়ার পর বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ছহী অনুবাদ করার; তবে কোন আলেম যদি বইটি অনুবাদ করার দায়ীত্ব নেন তবে আমরা বেশী উপকৃত হব। সহধর্মীনি মাসুমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাত নসীব করুন আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের সাবেক প্রধান ডঃ হাসান মঈনউদ্দিন সাহেবের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এই অনুবাদের প্রুফটি দেখে দেবার জন্য। শওকত ভাই, তাবাসুম আপা, মুহাম্মাদ হাসান এবং মোঃ মশিউর রহমান ভাই, রুবেল বাসার এবং সুজন মাহামুদ- এদের জন্য অনেক দোয়া কারণ বিভিন্ন সময়ে তাদের সহযোগিতা না পেলে বইটি প্রকাশ করা আমার জন্য কঠিন হতো।

বইটির আরবী এবং ইংরেজি অনুলিপি ইন্টারনেটে খুবই সহজলভ্য এবং যে কেউ এটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন।

মূল লেখক একজন সালাফী আলেম হলেও আমি অনেক বড় সুন্নী দেওবন্দী আলেমদের সাথে কথা বলেছি; বইটি শুধুমাত্র নামায নির্ভর হওয়ায় তাঁরা এর অনুবাদ ও প্রচারে কোন বাধা নেই বলে মত দিয়েছেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহযোগীতা করেছেন।

পরিসর স্বল্পতার কারণে কিছু আরবী টেক্সট দেয়া হল। একাজে কিছু না কিছু ভুল ভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক; কোন ভাই / বোন ধরিয়ে সুপরার্মশ দিলে উপকৃত হবো । আল্লাহ আমাদের সবার উপরই রাজী - খুশী থাকুন । আমিন ।

মোঃ আজাবুল হক
পি এইচ ডি স্টুডেন্ট
মিহি, ইউনিভার্সিটি অভ গ্লুস্টশায়ার, ইউ কে
Email: azabul24434@yahoo.com

লন্ডন, ১২ জুন ২০১৪

নামাযে খুশু' উন্নয়নের ৩৩ উপায়
সূচিপত্র

Contents

কিছু হরফের ব্যবহার বিধি

ا/ى আ

ع আ' ঈ উ য়' '

ث ছ

س স

ه হ

ح হ্ব

ش শ

ق ক্ব

ك ক

ج জ

ظ জ্ব

ط ত্ব

ض দ্ব

- টেনে/লম্বা করে পড়বেন

১ খুশু' কি এবং কেন?

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি এই মহাবিশ্বের প্রভু; যিনি পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেনঃ

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"আর আল্লাহর সামনে দাঁড়াও একান্ত আদবের সাথে।" (২:২৩৮)

রাব্বুল আলামীন আরও বলেনঃ

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

"ধৈর্য্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন, কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব যারা এ কথা খেয়াল রাখে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং ফিরে যেতে হবে তাঁরই দিকে।" (২:৪৫)

দরুদ ও সালাম আল্লাহর প্রিয় বার্তাবাহক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) এর উপর যিনি সমস্ত মুত্তাকিনদের সর্দার এবং বিনয়ীদের প্রধান। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবা আজমাঈনদের উপর।

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক স্তম্ভ হল নামায এবং খুশু' হল শারিয়াহ কর্তৃক স্বীকৃত একটি আবশ্যকিতা । আল্লাহর শত্রু ইবলিস যখন আদম (আঃ) কে পথভ্রষ্ট এবং প্রলুব্ধ করার শপথ নেয় তখন সে (ইবলিস) বলেছিলঃ

"এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে ।" (৭:১৭)

শয়তানের অন্যতম প্রধান ষড়যন্ত্র হলো যে কোন প্রকারে মানুষকে নামায থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং নামাযের সময় তাদেরকে বিভ্রান্ত করা যাতে তারা ইবাদতের মূল আনন্দ এবং পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হয়। আমাদের নামাযের সাথে যখন খুশু' সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হয় তখন শয়তানের প্রথম কাজই হয় নামাযের খুশু' থেকে ভুলিয়ে -ভালিয়ে সরিয়ে দেওয়া এবং শেষ কাজ হয় নামায থেকে বিরত রাখা। বলা হয় যে এমন নামাযী লোকও থাকবে যার মাঝে ভালত্বের লেশ নেই এবং মসজিদে ঢুকে দেখা যাবে সেখানে কারোও মাঝে খুশু' নেই। (আল মাদারিজ, ইবনুল কাইয়্যেম, ১/৫২১)

সুতরাং নামাযে মানুষের নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানা, শয়তানের ওয়াসওয়াসার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং যে জন্য খুশু' নষ্ট হয়ে যায় সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে একটি আলোচনা অতীব প্রয়োজন।

১০

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেনঃ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।" (২৩ঃ ১-২)

অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহকে ভয় করে এবং নামাযে শিষ্টতা বজায় রাখে। খুশু'র অর্থই হল স্থির, প্রশান্ত, চুপচাপ, গাম্ভীর্যপূর্ণ, বিনীত এবং নম্র। একজন লোকের খুশু' আছে এর অর্থ হলো সে আল্লাহকে ভয় করে এবং অন্তরে এটা অনুভব করে যে আল্লাহকে সে দেখছে। খুশু' অর্থ হলো আত্মা বা হৃদয়কে আল্লাহর সামনে অত্যন্ত বিনীত, নম্র এবং অনুগতভাবে দাঁড় করানো। (আল মাদারিজ, ১/৫২০)

মুজাহিদ (র) বলেন, মাথানীচু করা, গভীর শ্রদ্ধায় অবনত বা আজ্ঞাবাহী হওয়া, দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং আল্লাহর ভয়ে বিনীত হওয়া -- সবই এখানে খুশু' এবং আদবের অংশ যার উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা এবং তাঁকে মহিমান্বিত করা। (তা'জীম কদর আস সালাহ, ১/১৮৮)

খুশু'র স্থান হল আত্মা বা হৃদয় এবং এর ক্রিয়া প্রকাশ পায় দেহের মাধ্যমে। আত্মা হলো শরীরের এমন একটি অংশ যাকে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো অনুসরণ করে । আত্মা যদি দূষিত হয় আর শয়তান যদি সুকৌশলে সেখানে প্রবেশ করে তবে দেহের বিভিন্ন অংশের ইবাদতও দূষিত হবে। আত্মা বা হৃদয় হলো একজন রাজা এবং দেহের বিভিন্ন অংশগুলো হলো তার সৈন্য সামন্ত যারা রাজা যা আদেশ করে তাই করে এবং যেখানে যেতে বলে সেখানেই যায় । রাজা যদি সিংহাসনচ্যুত হয় তবে সৈন্যরা বিভ্রান্ত হয় এবং বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। আর ঠিক এমনটাই হয় যদি আত্মাও যথাযথ ভাবে ইবাদত করতে ব্যর্থ হয়।

খুশু' জাহির করা একটি বিকৃত কাজ। প্রকৃত খুশু'র চিহ্নগুলোর মধ্যেঃ হুযায়ফা (রাঃ) বলতেন, "খুশু'র কপটতা থেকে সাবধান!" তাঁকে বলা হল, "খুশু'র কপটতা কি?" তিনি বললেন, "যখন দেহ খুশু' প্রদর্শন করে কিন্তু হৃদয়ে এর কোন স্থান থাকে না।" ফুযাইল ইবনে আয়ায বলেন, "একজন মানুষের হৃদয়ে যতটুকু খুশু' আছে তার চেয়ে বেশী জাহির করা খুবই অপছন্দনীয় একটা কাজ।" তিনি এক লোককে কাঁধ এবং শরীরে খুশু' প্রদর্শন করাতে দেখে বললেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, লোকটার খুশু' ঐ খানে।" এবং নিজের বুক নির্দেশ করে বললেন, "এই লোকটির এখানে কোন খুশু' নেই।" এরপর কাঁধ নির্দেশ করে আবার বললেন "লোকটির খুশু' এই কাঁধে।" (আল মাদারিজ, ১/৫২১)

প্রকৃত ঈমানের খুশু' এবং লোক দেখানো খুশু'র তফাৎ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেনঃ "প্রকৃত খুশু' তখনই অনুভূত হয় যখন হৃদয় ও মন আল্লাহর মহত্ব, মর্যাদা বা গৌরবের প্রতি সর্তক ও বিনয়ী হয় এবং সেই সাথে লজ্জা, ভয় এবং শ্রদ্ধামিশ্রিত সম্মানবোধে পরিপূর্ণতা লাভ করে । মনে হয় তার হৃদয়খানা ভেঙ্গে গেছে আর এই ভগ্ন, আতংকগ্রস্ত এবং লজ্জাশীল হৃদয় নিয়ে সে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর ভালবাসা আর করুণা ভিক্ষা

করছে।" সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই শরীরের খুশু' মনের খুশু'কে অনুসরণ করে। খুশু'র কপটতা হল এটা প্রদর্শনের সাথে ভাণ করা যার অস্তিত্ব হৃদয়ে খুজে পাওয়া যায় না। একজন সাহাবী (রাঃ) বলতেন, " খুশু'র মোনাফেকী হতে আমি আল্লাহর পানাহ চাই।" কেহ তাঁকে "খুশু'র মোনাফেকী কি?" জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "ওদের খুশু' শরীরে দৃষ্টি গোচর হয় অথচ হৃদয়ে এর কোন অস্তিত্ব নেই।" সত্যিকারই যাঁরা হৃদয়ে খুশু' অনুভব করে তাঁরা কখনই দৈহিক প্রদর্শনে উদ্দীপ্ত বা অগ্নিবর্ণ হয় না; তাঁদের হৃদয় হয় পবিত্র এবং আল্লাহর মহিমার আলোকে আলোকিত।

ভয় এবং সম্ভ্রমে তাঁদের হৃদয় নদীর পানির মতো উপচে পড়ে; ফলতঃ তাঁদের সকল স্বার্থ এবং প্রদর্শন ইচ্ছা মরে যায় আর তাঁদের সকল শারীরিক ক্ষমতা আল্লাহর সামনে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর তরফ থেকে তাঁদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি। সেজন্যই তাঁরা আল্লাহর সামনে সবসময় বিনয়ী থাকে। তাঁরা নম্রতা বজায় রাখে কারণ তাঁরা আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছে ।

এই খুশু'ওয়ালাদের তৃপ্ত হৃদয়টা হলো নীচু সমতল ভূমির মতো যেখানে ধীরে ধীরে পানি প্রবাহিত হবার পর তা অত্যন্ত স্থির এবং শান্ত ভাবে অবস্থান করে। এটা তখনই হয় যখন একজন মানুষ সম্মান এবং দীনতার সাথে তাঁর প্রভুর কাছে মস্তক অবনত করে এবং সে তাঁর মস্তক উত্তোলন করে না যতক্ষণ না সে তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করে। অন্যদিকে উদ্ধত বা অশিষ্ট হৃদয় অবজ্ঞায় পরিতৃপ্ত এবং তা একটি উঁচু জমিনের মতো যেখানে কখনই পানি স্থির ভাবে জমতে পারে না।

খুশু'র বাড়াবাড়ি এবং ভন্ডামির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এই ধরণের মানুষের ভাব থাকে বড় খুশু'ওয়ালার মত অথচ তার মনের গভীরটা থাকে নানা কামনা বাসনায় পূর্ণ । বাহ্যিকভাবে তার মনের মধ্যে খুশু' আছে বলে মনে হয় কিন্তু সত্যিকার অর্থে এর মধ্যে বাস করে উপত্যকার সাপ এবং বনের সিংহ যারা শিকার ধরার জন্য অপেক্ষা করে ধূর্ততার সাথে। (আর রুহ, ৩১৪)

২ খুশু' কি আবশ্যিক?

আল্লাহ তা'য়ালা খুশু' ধারণকারীদের ব্যাপারে বলেনঃ "আল খাশিঈনা ওয়াল খাশিআ'ত" অর্থাৎ এরা সেইসব নারী এবং পুরুষ যাঁরা বিনীত ভাবে আল্লাহর সামনে নত হয়। এটা সেই গুণ গুলির অন্যতম যা আল্লাহ তায়ালার বাছাইকৃত এবং পছন্দনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে থাকে। তিনি এই সমস্ত লোকদের ক্ষমা এবং মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দেনঃ

"নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযাপালনকারী পুরুষ, রোযাপালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ,

আল্লাহর অধিক যিকরকারী নারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (৩৩ঃ৩৫)

খুশু'র অনেক উপকারের একটি হলো ইহা নামাযকে সহজতর করে। আল্লাহ বলেনঃ

"এবং ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে।" (২ঃ৪৫)

এর অর্থ হলো নামাযের বোঝা খুবই ভারী তবে যাদের হৃদয়ে খুশু' আছে তাদের জন্য নয় । (তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/১২৫) বরং খুশু'ওয়ালাদের কাছে নামাযটা অত্যন্ত আনন্দের এবং উপভোগের। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি খুব সহজেই হারিয়ে যায় এবং এই সময়ের লোকদের মধ্যে কদাচিৎ ইহা অনুভূত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সর্ব প্রথম যা উঠিয়ে নেওয়া হবে তা হলো খুশু'। এবং তখন তুমি একটি লোকের মধ্যেও খুশু' পাবেনা। (সহীহ আত তারগীব, ৫৪৩)

অধিকতম নির্ভেজাল মতামতানুযায়ী খুশু' বাধ্যতামূলক। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (র) সূরা বাকারার উপরিল্লিখিত ৪৫ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এই আয়াত খুশু'বিহীন লোকদের নিন্দার ইংগিত করে। আর নিন্দা বা দোষারোপ তখনই করা হয় যখন কোন আবশ্যিক কাজ অবজ্ঞা করা হয় অথবা নিষিদ্ধ কাজ করা হয়। যাদের খুশু' নেই তারা যদি নিন্দার যোগ্য হয়- তবে এটা নির্দেশ করে যে খুশু' বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব)। খুশু' যে অবশ্য করণীয় তা এই আয়াত ও নির্দেশ করেঃ

"যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, যারা তাদের নামাযের খবর রাখে, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে । তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" (২৩ঃ ২/৯-১১)।

আল্লাহ সুবহানুহুওয়াতা'য়ালা বলেন যে এই খুশু'য়ালারা হল তারা যারা ফিরদৌসের (জান্নাত) উত্তরাধিকারী। বস্তুতঃ নামাযের মধ্যে স্থিরতা এবং খুশু' নামাযেরই অর্ন্তভুক্ত। অনেকেই বলেন প্রকৃত খুশু'র অর্থ হলো 'খুদু' যার অর্থ আনুগত্য, আত্মসমর্পণ এবং বিনয়। কাকের ঠোকরানোর মত কেউ সিজদা করলেই বলা যাবেনা যে তার খুশু' আছে। যদি কেউ রুকু থেকে মাথা সম্পূর্ণ না তোলে এবং সিজদায় যাবার আগে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি না দেয় তবে তাকে কখনই স্থির বা বিনয় (calmness) বলা যায় না। বিনয় বা স্থিরতা হল এমন কিছু যা পরিমিত, ধীর-স্থির ও ছন্দর্পূণ (measured pace)।

সুতরাং কোন ব্যক্তির স্থিরতা স্থিরতা নয় যদি না তার পরিমিতিবোধ থাকে। যার নামাযে বিনয় নেই তার নামাযে খুশু'ও নেই । যার স্থিরতা নেই তার রুকু অথবা সিজদায় খুশু' নেই; আর যার খুশু' নেই তার নামাযে অবশ্যই ভেজাল রয়েছে। অনেকেই বলেন, সে হয়তবা নামায পড়ছে না; পাপ অর্জন করছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সতর্ক করে বলেনঃ যাদের নামাযে খুশু' নেই তাদের অবস্থা এইরুপ যে নামাযে তারা দৃষ্টিকে আকাশের দিকে নিবদ্ধ করেছে। নামাযে অস্থিরতা, নড়াচড়া এবং দৃষ্টিকে উপরে তোলা খুশু' বর্হিভূত কাজ। (মাজমু উল ফাতাওয়া, ২২/৫৫৩-৫৫৮) খুশু'র গুণাগুণ এবং এর অবহেলাকারীদের সতর্ক করে দিয়ে

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরজ করেছেন। যে সঠিকভাবে রুকু দিবে এবং পরিপূর্ণরূপে খুশু' অবলম্বন করবে তার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমার ওয়াদা করেছেন। আর যে এগুলো করবেনা, তার জন্য কোন ওয়াদা নেই। তবে আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, শাস্তিও দিতে পারেন। (আবু দাউদ, ৪২৫; সহীহ আল জামে, ৩২৪২)

নামাযের মধ্যে খুশু' তখনই আসে যখন একজন সব কিছু বর্জন করে তার হৃদয়কে খালি করে কেবলমাত্র নামাযের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে এবং সবকিছুর পরিবর্তে শুধু নামাযকেই অগ্রাধিকার দেয়। আর কেবল তখনই সে এতে তৃপ্তি ও আনন্দ পায় যেমনটি পেয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

খুশু'র গুণাগুণ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "যে ভালভাবে ওযু করে এবং এরপর আন্তরিকতার সথে দুই রাকাত নামায পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।" অন্য বর্ণনায় তাকে বেহেশতের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। (আল বুখারী, ১৫৮; আল নাসায়ী, ১/৯৫, সহীহ আল জামে, ৬১৬৬)

খুশু' অবলম্বনে সহায়তাকারী পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১) সেই সমস্ত কাজ করা যা খুশু'র অবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং

২) সেই সমস্ত জিনিসের পরিহার যা খুশু'কে দুর্বল করে ।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (র) খুশু' অবলম্বনে সাহায্যকারী জিনিসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ দুটি জিনিস আমাদের খুশু'র উন্নয়নের (development of khushu) সহায়তা করেঃ

১) বাধ্যতামূলক কোন কিছু করা বা ফরজ পালনের প্রবল আগ্রহ এবং

২) মনোযোগ নষ্টকারী চিন্তাভাবনাকে এড়িয়ে চলা বা হৃদয়ে স্থান না দেওয়া।

প্রথমটির অর্থ হলঃ একজন মানুষ নামাযে কোরআন থেকে যা কিছু পড়ছে এবং সে যা কিছু করছে তার উপর তার সমস্ত দেহ এবং মন স্থির করা, তার জন্য সমস্ত লড়াই কেন্দ্রীভূত করা, এবং সে যখন যিক্‌র এবং দোয়া পড়ে এটা মনে রাখা যে, সে আল্লাহকে দেখছে এবং নামাযে দাঁড়িয়ে সে তার প্রভুর সাথে কথা বলছে।

ইহসান মানে হলো, তুমি আল্লাহর ইবাদত এমন ভাবে করছ যেন তাঁকে দেখছ, এবং তুমি যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে তিনি তোমাকে দেখছেন। গোলাম নামাযের মধুরতা যতই আস্বাদন করে এর প্রতি সে ততই দুর্বল হতে থাকে। এই অনুভূতি ঈমানের জোর বা শক্তির সাথে এভাবেই জড়িয়ে রয়েছে। ঈমান বৃদ্ধির অনেক উপায় আছে। এবং এ জন্যই মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেনঃ এই পৃথিবীতে নারী এবং সুগন্ধী আমার খুব প্রিয়। আর আমার প্রশান্তি রয়েছে নামাযের মধ্যে। অন্য হাদীসে আছে, তিনি বলতেন, "হে বেলাল, এসো নামাযের মধ্যে আমরা শান্তি খুঁজি, শান্ত্বনা খুঁজি ।" তিনি বলেননি, "এসো, নামায পড়ে ফেলি অথবা শেষ করি।"

দ্বিতীয় বিষয়টি বলতে বুঝানো হয়েছে যে, যা কিছু আমাদের মনোযোগ নষ্ট করে তা দূরে সরিয়ে রেখে শুধু নামাযের দিকে মনোযোগী হওয়া এবং নামায বিনষ্টকারী চিন্তাভাবনা সমূহকে

মন থেকে মুছে ফেলা। এ ব্যাপারে নামাযীদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। কারণ একজন মানুষের সন্দেহ, বাসনা, হৃদয়ের অবস্থা, সে যা বলছে তার উপর নির্ভরশীলতা এবং সে যা অপছন্দ করে তা এড়ানোর প্রচেষ্টা --- এসবের মাত্রা তার ভিতরে শয়তানের ওয়াসওয়াসার মাত্রার সাথে আনুপাতিক ভাবে সর্ম্পকিত। (মাজমু উল ফাতাওয়া, ২২/৬০৬-৬০৭)

৩ খুশু' উন্নয়নের উপায়

বেশ কিছু উপায়ে খুশু'র উন্নয়ন করা যেতে পারে ঃ

- যথাযথ ভাবে নামাযের প্রস্তুতি নিলে;
- মুয়াজ্জিনের আযানের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলে;
- আযানের পরে দোয়া পড়লেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَ الصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداًالْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ ابْعَثْه مَقَامًا مَّحْمُوْدَاًالَّذِيْ وَعَدتَّه إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

"আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-জিহিদ দা'ওয়াতিত্তা-ম্মাতি ওয়াস সালা-তিল ক্বা-ইমাতি আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসি-লাতা ওয়াল ফাদ্বি-লাতা ওয়াব্‌ আ'সহু মাকা-মাম্মাহ্মুদানিল্লাজি-ওয়াআ'ত্তাহ ইন্নাকালা- তুখলিফুল মি-আ'-দ"

(অর্থঃ হে আল্লাহ! এই পরির্পূণ আহবান এবং এই নামাযের আপনিই প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দান করুন ওসীলাহর ফজীলত এবং উচ্চতম মর্যাদা এবং আপনার প্রতিশ্রুত প্রশংসিত স্থানে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করুন যা আপনি তাঁকে দিয়েছেন।)

- আযান এবং ইকামতের মাঝে দোয়া পড়লে;
- উত্তমরূপে ওযু করার আগে বিসমিল্লাহ এবং পরে কালিমা শাহাদাত পড়লে ;

"আশ হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা- শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু- ওয়া রসূ-লুহু"

[আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রসূল।]

- এই দোয়া পড়লেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"আল্লা-হুম্মাজ আ'লনী মিনাত্তাওওয়া-বি-না ওয়াজ আ'লনী- মিনাল মুতাত্বাহ্হিরি-ন"

(হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাঁদের মত কর যারা অনুতাপ করে এবং নিজেদের পবিত্র করে)

- অল্প সময়ের জন্য কোরআন পড়ার লক্ষ্যে মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে ও সুগন্ধি ব্যবহার করলে;

রসূল আকরাম (সাঃ) বলেনঃ কোরআন পড়ার জন্য তুমি তোমার মুখ পবিত্র কর ।

(কাশফুল আসতার ১/২৪২, আল সহীহ ১২১৩)

• সবচেয়ে সুন্দর এবং পরিষ্কার পোষাক পরিধান করলে;

আল্লাহ বলেনঃ

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“হে বনী আদম ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও -- খাও ও পান কর এবং অপব্যয় কর না । তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না ।” (৭ঃ৩১)

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর জন্য বান্দা সবচেয়ে ভাল পোষাক-আশাক পরিধান করবে যেহেতু এতে আল্লাহর হকই সবচেয়ে বেশী । পরিচ্ছন্ন, ঢিলা পোষাক এবং সুগন্ধ ব্যবহার নামাযকে সহজ, সুন্দর ও আরামদায়ক করে। তবে নামাযে ঘুমের পোষাক এড়িয়ে চলতে হবে। কাপড় দিয়ে যথাযথভাবে আমাদের লজ্জাস্থান ঢাকতে হবে এবং নামাযের জায়গা পবিত্র হতে হবে। সেই সাথে আগেই প্রস্তুতি নিয়ে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, লাইন সোজা এবং শক্ত করতে হবে যেন কোন ফাঁক না থাকে কারণ শয়তান লাইনের ঐ ফাঁকা জায়গা পূরণ করে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে ।

৪ নামাযে স্থির পদক্ষেপ (measured pace)

নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্থির ও সর্তক পদক্ষেপে সামনের দিকে এগুতেন । তিনি প্রত্যেকটি অঙ্গকে তাদের পূর্বাবস্থায় (সিফাতুস সালাহ, ১৩৪) নিয়ে আসতেন; যারা এটা করতেন না তিনি তাদের এটা করার নির্দেশ দিতেন । তিনি বলতেনঃ “তোমাদের কারো নামাযই ঠিকমত হয়না যতক্ষণ না সে এটা করে।” (আবু দাউদ) হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ নিকৃষ্টতম নামায হল সেই নামায যে নামাযে চুরি করা হয় । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “হে রসূল নামাযে চুরি করা হয় কিভাবে?” রসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেন, “ঠিকমত রুকু এবং সিজদা না করাই হল নামাযে চুরি করা।” (আল হাকিম ১/২২৯, সহীহ আল জামে, ৯৯৭) আবু আব্দুল্লাহ আল আশাআরী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন “যে ঠিকমত রুকুতে যায় না এবং কাঠ ঠোকরার মত সিজদা দেয় তার অবস্থা সেই উট সওয়ারীর মত যে কিনা মাত্র একটি বা দুটি খেজুর দিয়ে তার সারাদিনের ক্ষুধা নিবারণ করে যা আদৌ তার কোন কল্যাণ বয়ে আনে না।” (আত তাবারানী -- আল কাবীর ৪/১১৫, সহীহ আল জামে)

সে ব্যক্তির ভিতর খুশু’ থাকতে পারে না যে নামাযে স্থির পদক্ষেপ অবলম্বন করে না, কারণ তাড়াহুড়ো করাটা খুশু’র পথে দেওয়ালের মত একটি বাধা এবং কাঠ ঠোকরার মত নামায পুরস্কারের জন্য একটি বড় অন্তরায়।

৫ নামাযে মৃত্যুর কথা মনে করা

রসূল আকরাম (সাঃ) বলেনঃ তোমরা নামাযে মৃত্যুর স্মরণ কর, কারণ যে ব্যক্তি নামাযে মৃত্যুকে স্মরণ করে তার নামায যথাযথভাবে হতে বাধ্য । এবং সেই মানুষটির মত নামায পড় যে বিশ্বাস করে যে এর পরে আর সে নামায পড়তে পারবে না। (আল সিলসিলাতুস আল সহীহ, আল আলবানী, ১৪২১) রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু আইয়ুব (রাঃ) কে উপদেশ দেন, "যখন নামাযে দাঁড়াও, তুমি তোমার বিদায়ী (farewell prayer) নামায পড়।" এর অর্থ হল, এই ভেবে নামায পড়া যে এটাই তাঁর শেষ নামায কারণ, নামাযে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে এক সময় মরতে হবেই এবং নিঃসন্দেহে কোন না কোন নামাযই হবে তাঁর জীবনের শেষ নামায । সুতরাং একজন নামাযীর নামাযে খুশু' আনতে হবে তাঁর নিজের স্বার্থেই, যেহেতু এটাই হতে পারে তার জীবনের শেষ নামায ।

৬ নামাযে পড়া আয়াতগুলো চিন্তা করা, স্মরণ করা, মনে মনে বলা এবং তার সাথে মিলে একাকার হয়ে যাওয়া (interaction)

কোরআন নাজিল করা হয়েছে যাতে মানুষ এটা নিয়ে চিন্তা করে । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

"এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে।" (৩৮ঃ২৯)

কিন্তু সে যা পড়ছে এর অর্থ যদি না জানে তবে কিভাবে সে এটা নিয়ে চিন্তা করবে? এটা কিভাবে তার চোখে পানি আনবে? কিভাবে সে নিজেকে পরিবর্তন করবে? আল্লাহ সুবহানাহুতা'য়ালা বলেন,

"এবং যাদেরকে পালনর্কতার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না ।" (২৫ঃ৭৩)

এখানে তাফসীর পড়ার গুরুত্ব কত তা বলা হয়েছে। ইবনে জারীর (রাঃ) বলেনঃ আমার সেই সব লোকদেরকে খুব অবাক লাগে যারা কোরআন পড়ে অথচ এটা বুঝে না । কিভাবে তারা কোরআন উপভোগ করতে পারে? (মুকাদ্দিমাতু তাফসীর আত তাবারী - মাহমুদ শাকীর, ১/১০) অতএব কোরআন তিলাওয়াতকারী প্রত্যেকেরই তাফসীর পড়া উচিত তা যতই ছোট হোক। একটি ছোট সূরার (সূরা মাউন, কাওছার) তাফসীর পড়তে কতটুকু সময়ই আর লাগে ।

নামাযে আয়াত গুলো খেয়াল করা এবং তার সাথে মিলে যাওয়া আয়াতগুলোর অর্থ বের করতে এবং চিন্তাতে সহায়তা করে থাকে । হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ " আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে কোন এক রাতে নামায পড়ছিলাম এবং তিনি বেশ সময় নিয়ে তিলাওয়াত করছিলেন। কোন আয়াতের সাথে তাসবিহ থাকলে তিনি 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন, আবার

প্রশ্নযুক্ত আয়াত হলে তিনি প্রশ্ন করতেন। যে সব আয়াত আশ্রয়-প্রার্থনাযুক্ত হতো তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন " (মুসলিম ৭৭২) ।

হুযায়ফা (রাঃ) অন্য এক জায়গায় বলেন, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে নামায পড়ার সময় আমি খেয়াল করেছি তিনি রহমতযুক্ত (merciful) আয়াত পড়ার সময় আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করতেন এবং আল্লাহর মর্যাদাযুক্ত আয়াত হলে বলতেন সুবহানাল্লাহ।" [তাজীম কদর আস সালাহ, ১/৩২৭ রাত্রির নামাযের (কিয়ামুল লাইল) ব্যাপারে এটা বলা হয়েছে] সাহাবীদের একজন হযরত কাতাদাহ ইবনে আন নু'মান (রাঃ) রাত্রিতে কিয়াম পড়তেন এবং তিনি "কুলহু আল্লাহু আহাদ" ছাড়া অন্য কিছুই তিলাওয়াত করতেন না । কোন কিছু যোগ না করে তিনি এটাই বার বার পড়তেন (আল বুখারী, আল ফাতহুল বারী ৯/৫৯, আহমাদ ৩/৪৩)

সায়িদ ইবন উবাইদ আত তায়ী (রাঃ) বলেন, "রমযানে নামাযের ইমামতি করার সময় সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে আমি এই আয়াতটি বারংবার পড়তে শুনেছি।"

"যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অতএব সত্বরই তারা জানতে পারবে। যখন বেড়ী ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশ পরবে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে আল্লাহ ব্যতিত?" (৪০ঃ৭০-৭৩) ।

আল কাসীম বলেন, "আমি সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে রাত্রির নামাযে এই আয়াতটি বিশ বারের ও বেশী সময় তিলাওয়াত করতে শুনলাম।"ঃ

"ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে । অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।" (২ঃ২৮১)

কুনাই আবু আবদুল্লাহ নামে কায়েস এর এক ব্যক্তি বলেনঃ একদা রাতে আমরা আল হাসানের সাথে ছিলাম। তিনি ঘুম থেকে উঠে রাত্রে নামায শুরু করলেন। বিরতি না দিয়ে তিনি এই আয়াত পড়তেই থাকলেনঃ

"যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ ।" (১৪ঃ৩৪)

সকাল হলে আমরা তাঁকে বললাম "ওহে আবু সায়ীদ! তুমি অন্য কোন আয়াত ছাড়া সারারাত এই একটি মাত্র আয়াত পড়লে যে!" তিনি বললেন, "ইহা থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি; এর ভিতর আমি আল্লাহর আশির্বাদ ছাড়া অন্য কিছু দেখিনা অথচ আল্লাহর রহমত অনেক দূরে বলে আমরা মনে করি।" (আত তিজকার লিল কুরতুবী, ১২৫)তাহাজ্জুদ নামাযে হারুন ইবনে রাবাব আল উসাদী এই আয়াতটি ফজরের আগ পর্যন্ত পড়তেন এবং কাঁদতেনঃ

"আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোযখের উপর দাঁড় করানো হবে ! তারা বলবে

ঃ কতই না ভাল হতো, যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হতাম; তা হলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যেতাম " (৬ঃ২৭)

কোরআনের অর্থ চিন্তাকরার আর একটি উপায় হল, এটা মুখস্থ করা এবং বিভিন্ন নামাযে এর বিভিন্ন অংশগুলো পড়া। এতে সমস্ত বিষয়ের উপর একটা দখল আসে এবং অনেক কিছু বুঝা যায়। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, উপলব্ধি করা, একই আয়াত বার বার বলা (repeating) এবং উচ্চারিত বা পঠিত আয়াত গুলোর সাথে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া খুশু' বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

"তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।" (১৭ঃ১০৯)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামাযের খুশু' সম্পর্কে একটি বহুল প্রচলিত ঘটনা আছে। ইহা খুশু' সম্পর্কিত আয়াত গুলোরও ব্যাখ্যা প্রদান করে। আতা (রাঃ) বলেনঃ উবাইদ ইবনে ওমর এবং আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে গেলাম । ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ "রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে আপনি আপনার জীবনের সব চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাটি বলুন।" হযরত আয়েশা (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ এক রাত্রে ঘুম থেকে জেগে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেনঃ "ও আয়েশা, আমাকে ছাড়, আমি আল্লাহর ইবাদত করতে চাই।" আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নিকট থাকতে ভালবাসি এবং আপনাকে যা সুখী করে তাও ভালবাসি।" এরপর তিনি যথারীতি ঘুম থেকে উঠলেন, পবিত্র হলেন এবং নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি কাঁদতে থাকলেন এবং এক সময় তাঁর কোলের পরনের কাপড় ভিজে গেল। এরপরও তিনি কাঁদতে থাকলেন এবং এক পর্যায়ে তাঁর সামনের সিজদার জায়গা ভিজে গেল। হযরত বেলাল (রাঃ) তাঁকে ফজরের নামাযের সময় ডাকতে এসে কাঁদতে দেখে বললেন, "ওহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আল্লাহ তো আপনার অতীত এবং ভবিষ্যতের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এরপরও আপনি কাঁদছেন?" জবাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আমার কি একজন কৃতজ্ঞ গোলাম হওয়া উচিত নয়?" এর পরে তিনি বললেন, "আজ রাত্রে আমার উপর কিছু আয়াত নাজিল হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য দূর্ভাগ্য যারা কোরআন পড়ে অথচ চিন্তা করে না এর মধ্যে কি আছে।"

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আর্বতনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য।" (৩ঃ১৯০) (ইবনে হিব্বান, আস সিল সিলাতুস সহীহ, ৬৮)

আয়াতের সাথে মিলে যাবার আরও একটি উদাহরণ হল সূরা আল ফাতিহার শেষে "আমিন" বলা যা আমাদের জন্য এক বিরাট পুরষ্কার বয়ে আনে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ ইমাম যখন আমিন বলে, তখন তোমরাও আমিন বলবে কারণ, তোমাদের আমিন বলার সাথে যদি ফিরিস্তাদের আমিন বলা মিলে যায় তাহলে তোমাদের অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে

দেওয়া হবে। (আল বুখারী, ৭৪৭) নামাযে ইমামের কথার জবাবে অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, যখন ইমাম বলেনঃ "সামি আল্লাহুলিমান হ্বামিদা"(অর্থঃ যে আল্লাহর প্রশংসা করেন আল্লাহ তাঁকে শোনেন।) তখন পিছনের নামাযীদের বলা উচিত "রাব্বানা ওয়া লাকাল হ্বামদ" (অর্থঃ হে আমাদের প্রভূ, সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য।) এটাও আমাদের জন্য অনেক বড় পুরস্কার নিয়ে আসে। হযরত রাফীয়া ইবনে রাফী আল জিরকী বলেনঃ একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মাথা তুলে বললেন "সামি আল্লাহুলিমান হ্বামিদা", তখন পিছন থেকে একজন বলে উঠলেনঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ

"রাব্বানা- ওয়া লাকাল হ্বামদ, হ্বামদান কাছি-রান ত্বাইয়িব্যান মুবা-রাকান ফিহ-"। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায শেষ করে বললেন, " কে তোমাদের মধ্যে এটা পড়ল?" লোকটি বলল, "আমি" এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আমি দেখলাম, কে এটা প্রথম লিখবে তার জন্য ত্রিশ জনেরও বেশী ফিরিস্তা দৌড়াদৌড়ি করছে ।" (আল বুখারী, আল ফাতহুল বারী, ২/২৮৪)

৭ আয়াত শেষে সংক্ষিপ্ত বিরতি

আয়াত শেষে সংক্ষিপ্ত বিরতি দেওয়া এবং অর্থ চিন্তা করা খুশু' বৃদ্ধিতে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। এটা আল্লাহর রসূলের সুন্নাত । রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে নামাযে কোরআন পড়তেন উম্মে সালামাহ তাঁর বর্ণনায় বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) পড়তেন "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" এবং তারপর বিরতি দিয়ে পড়তেন, "আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ-'লামি-ন, আর রাহমা-নির রাহী-ম "। অন্য এক বর্ণনায়, এর পর তিনি বিরতি দিয়ে পড়তেন, "মা-লিকি ইয়াউমিদদী-ন", এ ভাবে তিনি আয়াত গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে তিলাওয়াত করতেন। (আবু দাউদ, ৪০০১; সহীহ আল আলবানী, আল ইরওয়া' ২/৬০) পরের আয়াতে অর্থ অব্যাহত থাকলেও আয়াতের শেষে বিরতি দেওয়া সুন্নাত।

৮ আস্তে, ছন্দে (তারতীল) এবং যত্নসহকারে তিলাওয়াত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

"*অথবা তদাপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে।*" (৭৩:৪)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তিলাওয়াত ছিল স্পষ্ট এবং প্রত্যেকটি অক্ষর আলাদা করে উচ্চারিত। (মুসনাদ আহমাদ, ৬/২৯৪; সিফাতুস সালাহ, ১০৫) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক একটি সূরা এত ধীর ছন্দোময় সুরে পড়তেন যে এটা যে সময়ের মধ্যে সম্ভব হবে বলে মনে হতো তার চেয়ে

বেশী সময় লেগে যেত। (মুসলিম, ৭৩৩)

ধীর এবং সুবিবেচিত বা পরিমিত তিলাওয়াত খুশু' উন্নয়নে সহায়তা করে এবং খুশু'কে গতিশীল রাখে। অন্যদিকে, দ্রুত এবং তাড়াহুড়ো তিলাওয়াত নামাযে খুশু'র অন্তরায় এবং খুশু'কে বাধাগ্রস্থ করে ।

খুশু' লাভের আর একটি উপায় হলো সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপদেশ। তিনি বলেনঃ "তোমাদের কণ্ঠ দ্বারা কোরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত কর কারণ, সুন্দর কণ্ঠ কোরআনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।" (আল হাকিম, ১/৫৫৭; সহীহ আল জামে, ৩৫৮১)

কণ্ঠ দিয়ে কোরআন সুন্দর করার অর্থ এই নয় যে, স্বরগুলোকে বিকৃত করে দীর্ঘায়িত করে পড়া। সুর (tone) দিয়ে সৌন্দর্য মন্ডিত করার অর্থ হলো আল্লাহ সুবহানাহুতা'য়ালার ভয়মিশ্রিত স্বর (voice) (দিয়ে তিলাওয়াত করা। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যাদের তিলাওয়াত শুনে তোমার মনে হবে যে তারা আল্লাহকে ভয় করে বা তাদের ভিতর আল্লাহর ভয় আছে, তোমাদের মধ্যে তাদের তিলাওয়াতই সুন্দর এবং সুললিত। (ইবনে মাজাহ, ১/১৩৩৯; সহীহ আল জামে, ২২০২)

৯ আল্লাহ নামাযে তাঁর বান্দার প্রার্থনার জবাব দেন যেভাবে

এটা মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ গাফু-রুর রাহী-ম নামাযে তাঁর বান্দাদের সাথে কথা বলেন এবং প্রার্থনার জবাব দেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ পবিত্র এবং মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ বলেন, "আমি নামাযকে আমার এবং বান্দাহর মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি। আর আমার বান্দাহ যা চাবে তাই সে পাবে"। যখন সে বলে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এই মহাবিশ্বের একমাত্র প্রভূ', তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করছে"; যখন বান্দাহ বলে, 'পরম করুণাময় অতীব দয়ালু', তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দাহ আমার উচ্চ প্রশংসা করছে"; যখন বান্দাহ বলে, 'বিচার দিবসের মালিক', তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দাহ আমাকে মহিমান্বিত করছে"; যখন বান্দাহ বলে, 'হে আল্লাহ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' তখন আল্লাহ বলেন, "এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার বিষয় এবং আমার বান্দাহ যেটা চাচ্ছে সেটাই সে পাবে"; যখন বান্দাহ বলে, 'আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত কর, তাদের পথ যাদের তুমি করুণা করেছ, তাদের নয় যারা তোমার রাগ অর্জন করেছে এবং বিভ্রান্ত হয়েছে', তখন আল্লাহ বলেন, "এসবই আমার বান্দাহর জন্য। আমার বান্দাহ যা চেয়েছে সে তার সবই পাবে।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাহ, বাব ওজুবে কির'াত আল ফাতিহা ফিকুল্লিরাকা'হ) এটা বেশ বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস। যদি প্রত্যেকেই মনে রাখতো সে কি পড়ছে তবে সে অনেক খুশু' অর্জন করতে পারত এবং সূরা ফাতিহার একটা বড় প্রভাব তার মধ্যে পড়ত। কি করে এটাকে হালকা ভাবে নেওয়া যায় যখন আল্লাহ তাকে সম্মোধন করছে এবং আল্লাহ তাকে

তাই দিচ্ছে যা সে তার নামাযে প্রার্থনা করছে?

আল্লাহর সাথে এই কথোপকথনকে অবশ্যই সম্মান জানাতে হবে এবং এর প্রাপ্য মূল্য দিতে হবে। আল্লাহর বার্তাবাহক রসূল (সাঃ) বলেনঃ "যখন কেউ নামাযে দাঁড়ায়, সে আল্লাহর সাথে কথা বলে। সুতরাং সে কিভাবে কথা বলছে তার দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত।" (আল হাকিম, আল মুসতাদরাক, ১/২৩৬, সহীহ আল-জামে, ১৫৩৮)

১০ খুশু' এবং নামাযের সামনে প্রতিবন্ধক (barrier)

নামাযের সামনে প্রতিবন্ধক থাকা এবং এর নিকটবর্তী হওয়া নামাযে খুশু' সৃষ্টি করে। কারণ, ইহা নামাযীর দৃষ্টির প্রসারতাকে সংকুচিত এবং সীমিত করে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করে এবং নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি থেকে দূরে রাখে; অন্যথায় নামাযে অমনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং নামাযী নামাযের পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, সে যেন সামনে কোন প্রতিবন্ধক রাখে এবং এর কাছাকাছি হয়। (আবু দাউদ ৬৯৫, ১/৪৪৬; সহীহ আল জামে, ৬৫১)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "নামাযের সময় তোমাদের কারো সামনে যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে তবে সে যেন এর কাছাকাছি হয় কারণ, এতে শয়তান তাকে বিরক্ত করতে ব্যর্থ হয়।" (সহীহ আল জামে, ৬৫০)

কোন প্রতিবন্ধকের নিকটবর্তী হওয়ার নিয়ম হলো সিজদার জায়গা হতে সোয়া চার থেকে সোয়া ছয় ফুট ($৪\frac{১}{৪}$ - $৬\frac{১}{৪}$) ফুট বা আনুমানিক তিন হাত পরিমান দূরে থাকা অথবা এমন দূরত্ব বজায় রাখা যার মধ্য দিয়ে একটি ভেড়া অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে । (আল বুখারী, আল ফাতহুল বারী, ১/৫৭৪, ৫৭৯)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কোন নামাযীকে তাঁর এবং প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়ে কাউকে যাতায়াত করতে দিতে বাধা দিতে বলেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ "যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে সে যেন তাঁর সামনে দিয়ে কাউকে যেতে না দেয়। এবং তার উচিত সর্বশক্তি দিয়ে ঐ যাতায়াতকারী ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া । এরপরও যদি ঐ ব্যক্তি নামাযীকে উপেক্ষা করে যাতায়াত করতে থাকে তবে নামাযীর উচিত তার সাথে যুদ্ধ করা, কারণ এরকম ব্যক্তির সাথে শয়তান থাকে ।" (মুসলিম, ১/২৬০ সহীহ আল জামে, ৭৫৫)

আল্লামা আন নববী বলেন, "প্রতিবন্ধকতা ব্যবহারের বিচক্ষণতা হলো দৃষ্টিকে অবনত করা, এর সীমানা অতিক্রম না করা, তোমার সামনে দিয়ে যে কারো গমনকে নিবৃত্ত করা এবং নামায নষ্ট ও বিভ্রান্তকারী শয়তানের যাতায়াত প্রতিরোধ করা।" (সহীহ আল মুসলিম, ৪/২১৬)

১১ বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নামাযে দাড়াঁতেন তিনি বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন (আবু দাউদ, ৭৫৯; ইরওয়া আল গালীল, ২/৭১) রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন, আমরা যাঁরা নবী তাঁদেরকে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। (আল তাবারানী আল মু'জামুল কাবীর, ১১৪৮৫) আল হাতামী বলেন ঃ ইহা আল তাবারানী হতে উল্লেখিত- (আল মাজমা, ৩/১৫৫) ইমাম আহমাদ (র) কে নামাযে দাঁড়িয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "এটা আল্লাহর সামনে এক ধরনের বিনয়।" (আল খুশু' ফিস সালাহ - ইবনে রজব, ২১) ইবনে হাজার (র) বলেন, "আলেমগণ বলেছেন এই বিশেষ ভঙ্গি হল বিনয়ী আবেদনকারীর ভঙ্গি যা একজন কৃতজ্ঞ ফকিরের ন্যায়; এতে মনে হয় কেউ যেন তার মানসিক বিকার গ্রস্ততাকে প্রতিরোধ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর্যায়ে পৌছেছে এবং সে খুশু' অর্জন করেছে।"

১২ সিজদার স্থানে তাকানো; নামাযে চোখ বন্ধ করা কি সর্মথনযোগ্য?

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মাথাকে সামনের দিকে কাত করে দৃষ্টিকে অবনত রেখে এবং মাটির দিকে তাকিয়ে নামায পড়তেন । (আল হাকীম, ১/৪৭৯ সিফাতুস সালাহ, ৮৯) রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কাবায় ঢুকতেন তখন বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত কোন সময়ই তাঁর দৃষ্টি সিজদার জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যেত না । (আল মুসতাদরাক আল হাকীম, ১/৪৭৯; ইরওয়া আল গালীল, ২/৭৩)

যখন কোন ব্যক্তি তাশাহুদ পড়ার জন্য বসে তখন নামাজ থেকে তার উচিত সেই আঙ্গুলের দিকে তাকানো যা দিয়ে সে দিক নির্দেশ করছে, কারণ বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বুড়া আঙ্গুলের পরের আঙ্গুল কিবলার দিকে নিদের্শ করতেন এবং তাঁর দৃষ্টিকে সেদিকেই কেন্দ্রীভূত করতেন । (ইবনে খুজইমা, ১/৩৫৫ নং ৭১৯, সিফাত আল সালাহ, ১৩৯) অন্য এক বর্ণনায় আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিক নির্দেশ করতেন এবং এর পিছনে কোথাও দৃষ্টি সরাতেন না।" (আহমাদ ৪/৩, আবু দাউদ, ৯৯০)

কিছু নামাযীর মনে এই প্রশ্ন প্রায়ই আসে তা হল নামাযের সময় চোখ বন্ধ করলে হৃদয়ে খুশু'র বৃদ্ধি হয় কিনা। এর উত্তরে বলা হয় যে এটা সুন্নাহর পরিপন্থি। চোখ বন্ধ করার ফলে সিজদার জায়াগায় এবং আঙ্গুলের দিকে তাকানোর যে নির্দেশ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দিয়েছেন তা এড়িয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু, এরপরে ও কিছু বিষয় আছে। একজন বিশেষজ্ঞ আল্লামাহ আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল কাইয়্যুম এর মতে নামাযে চোখ বন্ধ রাখা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শিক্ষার অংশ নয়। আমরা ইতোমধ্যেই তাশাহুদ এবং দোয়ার সময় কিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আঙ্গুলের দিকে তাকাতেন তা বর্ণনা করেছি। আমরা আরও বলেছি যে তিনি তর্জনী আঙ্গুলের বাইরে তাঁর চোখ বা দৃষ্টি নড়াচড়া করাতেন না। এই সত্যের একটি ইঙ্গিত হলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)

সালাতুল কুছুফে (সূর্যগ্রহনের নামাযে) প্রায়ই নামাযের মধ্যে যখন বেহেশতের থোকা থোকা আঙ্গুর দেখতেন তখন তা নেবার জন্য হাত প্রসারিত করতেন। তিনি দোযখ ও দেখতেন যেখানে থাকত লাঠির মালিক এবং বিড়ালসহ সেই মহিলা যে বিড়ালটিকে কষ্ট দিয়েছিল। অনুরূপ ভাবে তিনি তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া যে কোন জন্তুকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিতেন যাতে নামাযের সামনে দিয়ে সে না যায়। তিনি এভাবে একটি বালককে পিছনে দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং একটি তরুনী এবং পরে আরও দুটি তরুনীর ক্ষেত্রে একাজই করেছিলেন । নামাযে যারা তাঁকে সম্ভাষণ জানাত তাদের তিনি হাত নেড়ে দূরে সরিয়ে দিতেন ।

এ সংক্রান্ত একটি হাদীস আছে, যেখানে বলা হয়েছে যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে প্ররোচিত করার জন্য শয়তান অনেক ভাবে চেষ্টা করত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমতাবস্থায় শয়তানকে খপ করে ধরতেন এবং শ্বাস রুদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করতেন। এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে চোখ বন্ধ করতেন না। ফকীহগণ এটা মাকরুহ এর ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ এবং তাঁর অনুসারীরা এটাকে মাকরূহ মনে করে বলেন যে এটা ইহুদীদের কাজ। কিন্তু অনেকেই এটাকে মাকরূহ বলে গ্রহণ করেন না । তাঁরা এ ব্যাপারে নমনীয়ভাব পোষণ করেন । আসল কথা হল চোখ বন্ধ করাটা নামাযে খুশু'কে প্রভাবিত করে না, তবে এটা না করাই ভাল । কিন্তু সাজসজ্জা, অলংকরণ ইত্যাদি কারণে যদি মনোযোগ খুশু'র উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তবে এটা মাকরূহ হবে না এবং এমতাবস্থায় নামাযে চোখ বন্ধ করতে দোষ নেই । মতামত হলো এ ক্ষেত্রে মাকরূহ বলার চেয়ে শরীয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর কাছাকাছি যাকে কিনা মুস্তাহাব বলাই ভাল । (জাদুল মাআদ, ১/২৯৩) সুতরাং এটা পরিস্কার যে যতক্ষণ না কোন কিছু খুশু'র উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা মনোযোগ বিছিন্ন করে ততক্ষণ নামাযে চোখ বন্ধ করা যাবে না ।

১৩ তর্জনী আঙ্গুল নড়ানোর গুরুত্ব

এটা অনেক ইবাদত বন্দেগীকারীই অবহেলা করে কারণ খুশু'র উপর এর মস্ত বড় প্রভাব এবং সফলতা সম্মন্ধে তারা অজ্ঞ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "এটা শয়তানের বিরুদ্ধে লোহার চেয়েও শক্তিশালী।" (ইমাম আহমদ ২/১১৯; সিফাতুস সালাহ, ১৫৯) অর্থাৎ তাশাহুদ পড়ার সময় তর্জনী দ্বারা নির্দেশ করাটা শয়তানের কাছে লোহা দিয়ে পিটুনি খাওয়ার চেয়েও কষ্টকর, কারণ এটা বান্দাহকে আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর প্রভু আল্লাহর প্রতি ভাণ ভণিতাহীন হবার কথা মনে করিয়ে দেয়; আর শয়তান এ বিষয়টাকেই ঘৃণা করে। সে কখনই চায়না আমরা অকৃত্রিম ভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। (আল ফাতহুর রাব্বানী -- আল সাদী, ৪/১৫)

এই সফলতার কারণে সাহাবাগণ (রাঃ) একত্রিত হতেন এবং একে অপরকে এটার জন্য নির্দেশ দিতেন । তাঁরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন যা আজকের মানুষেরা হালকা ভাবে গ্রহণ করে। এটা বলা হয় যে, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবাগণ একজন আরেকজনকে তাশাহুদ / দোয়ার সময় আঙ্গুলি নির্দেশ করার জন্য বলতেন।" (ইবনে আবি শাইবাহ, সিফাত আস

সালাহ, ১৪১; আল মুছান্নাফ, নং, ৯৭৩২, পার্ট-১০, ৩৮১) তর্জনী দ্বারা নির্দেশ করা সুন্নাহ এবং ইহাকে তাশাহুদের মধ্যে উপরের দিকে গতিশীল অবস্থায় রাখতে হয়।

১৪ নামাযে বিভিন্ন সূরা, আয়াত এবং দরুদ

নামাযে ভিন্ন ভিন্ন সূরা, আয়াত এবং দোয়া পড়ার ফলে ইবাদতকারীর মনে হবে যে পঠিত আয়াতে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের অর্থের সাথে সে পরিচিত । এভাবে গোটা কোরআনের সাথে তার একটা সংযোগ স্থাপন হবে। মাত্র কয়েকটি সূরা মুখস্থ করে পড়লে একজন নামাযী এই অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে কি তিলাওয়াত করতেন, আমরা যদি এটা অনুসন্ধান করি তাহলে এতে বিভিন্নতা বা বৈচিত্রতা দেখতে পাব। উদাহরণস্বরূপঃ শুরুতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সমস্ত দোয়া পড়তেন তা নিম্নরূপঃ

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَ بْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ

"আল্লা-হুম্মা বা-ঈদ বাইনি-ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা বা-আ'দতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরীব। আল্লা-হুম্মা নাক্কিনি-মিনখাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা- ইউনাক্কাছছাওবুল আব্ইয়াদ্বু মিনাদ্দানাছ। আল্লা-হুম্মাগ সিলনি মিনখাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-ই ওয়াছছালজ্বি ওয়াল বার্দ"

(অর্থঃ হে আল্লাহ! যেমন ভাবে তুমি পশ্চিমকে পূর্ব থেকে পৃথক করেছ তেমনভাবে আমার পাপ থেকে তুমি আমাকে আলাদা কর। হে আল্লাহ! ময়লা থেকে পরিষ্কার করা সাদা জামার মত তুমি আমাকে পরিষ্কার কর। হে আল্লাহ! তুমি পানি, তুষার এবং বরফ দিয়ে আমাকে পাপমুক্ত কর।)

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্বহীয়া লিল্লাযি- ফাত্বারস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা হ্বানী-ফা ওয়ামা-আনা মিনাল মুশরিকি-ন। ইন্নাসলাতি- ওয়া নুসুকি- ওয়ামাহইয়া-ইয়া ওয়া মামা-তি- লিল্লা-হি রাব্বিল আ'-লামি-ন, লা- শারি-কা লাহু- ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমি-ন"

(অর্থঃ এই পৃথিবী এবং বেহেশতসমূহের মালিক এবং সৃষ্টি কর্তার দিকে আন্তরিকতার সাথে আমি আমার মুখমন্ডল স্থাপন করছি এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। বস্তুতঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছুরই মালিক সেই মহান আল্লাহ যিনি এই পৃথিবীসমূহের সৃষ্টি কর্তা এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত।")

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

"সুবহ্বা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহ্বামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআ'-লা- জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুক"। (অর্থঃ গৌরব এবং প্রশংসা তোমার জন্য হে আল্লাহ! সকল আশীর্বাদ তোমার এবং সকল মহত্ব তোমারই হে মহান! তুমি ছাড়া আমাদের আর কোনই প্রভু নেই।)

এমনিভাবে আরও অনেক দোয়া ইবাদত বন্দেগীকারীরা বিভিন্ন সময়ে পড়তে পারে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের নামাযে যে সমস্ত সূরা পড়তেন তা সংখ্যায় এবং রহমতের দিক থেকে অনেক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘ মুফাস্‌সাল সূরা (কোরআনের শেষ সপ্তমভাগে যে সূরাগুলো আছে যেমনঃ আল ওয়াক্বিয়া, (৫৬) আত তুর (৫২) এবং ক্বাফ (৫০) এবং ছোট মুফাস্‌সাল সূরা যেমনঃ আত তাক্‌ভীর (৮১), জিলজালাহ (৯৯) এবং আল মুআ'ওয়িযাতাইন (শেষ দুটি সূরাহ) পড়তেন।

বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের নামাযে সূরা আররুম (৩০), ইয়াসিন (৩৬) এবং আস সাফফাত (৩৭) পড়তেন, আর শুক্রবারের ফজরের নামাযে সূরা সাজদাহ (৩২) এবং সূরা আল ইনসান, আদ দাহার (৭৬) পড়তেন।

সালাতুল জোহরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি দুই রাকাআতে ৩০ আয়াতের সমান সূরা পড়তেন এবং এগুলো ছিল সূরা আত ত্বারিক্ব (৮৬), আল বুরুজ (৮৫), এবং সূরা আল লাইল (৯২)।

সালাতুল আছরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি রাকাতে ১৫ আয়াতের সমান সূরা পড়তেন এবং এই সূরাগুলি ছিল জোহরের নামাযের সূরার সাথে সম্পর্কিত ।

সালাতুল মাগরিবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা ত্বীন (৯৫) এর মত ছোট মুফাস্‌সাল সূরা তিলাওয়াত করতেন। তিনি এছাড়া সূরা মুহাম্মাদ (৪৭), আত তুর (৫২), আল মুরসালাত (৭৭) এবং অন্যান্য সূরাও পাঠ করতেন।

সালাতুল এশায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝারি দৈর্ঘ্যের মুফাস্‌সাল সূরা পড়তেন। যেমন সূরা আস শামস (৯১) এবং সূরা আল ইনশিকাক (৮৪)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুয়াজ (রাঃ) কে সূরা আল-আ'লা (৮৭), সূরা আল ক্বলম (৬৮) এবং সূরা আল লাইল (৯২) পড়ার উপদেশ দিতেন।

গভীর রাত্রির নামাযে (কিয়ামুল লাইল) রসূলুল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘ সূরা তিলাওয়াত করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি এই নামাযে ২০০ বা ১৫০ আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তবে কখনও কখনও আবার তা সংক্ষেপ করতেন।

রুকুতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দোয়া বা স্মরন ভিন্ন ভিন্ন হতো।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ "সুবহ্বানা রাব্বিয়াল আ'জ্বীম" (অর্থঃ গৌরব শুধুমাত্র আমার মহিমান্বিত প্রভুর) এবং "সুবহ্বানা রাব্বিয়াল আ' লা-" (অর্থঃ গৌরব এবং প্রশংসা আমার মহিমান্বিত প্রভুর ।) এ ছাড়াও তিনি পড়তেন-

سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ،رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

"সুব্বুহুন, কুদ্দু-সুন, রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররু-হু"
(অর্থঃ তুমি পরিপূর্ণ, নিখুঁত, মহান এবং সমস্ত ফিরিস্তা ও আত্মার প্রভু ।) অথবা পড়তেনঃ

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া আ'লাইকা তাওয়াক্কালতু আনতা রাব্বি- । খাশাআ' সাম্ই- ওয়া বাসারি- ওয়া দামী- ওয়া লাহ্মী- ওয়া আ'জ্মি- ওয়া আ'সাবি- লিল্লা-হি রাব্বিল আ'লামী-ন ।"

(অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছেই আমি মাথা নত করেছি, তোমার কাছেই আত্মসমর্পন করেছি, তোমার উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তোমারই আনুগত্য করেছি এবং তোমার উপরেই ভরসা করেছি। আমার শুনা, আমার দেখা, আমার রক্ত, আমার গোশত, আমার হাড় এবং আমার স্নায়ূ সবকিছু তোমার জন্য বিনীত ভাবে নিবেদিত। তুমিই এই পৃথিবী সমূহের প্রভু।)

রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেনঃ "সামি আ'ল্লা-হুলিমান হামিদা" (অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রসংসা করে আল্লাহ তাকে শোনেন।) তিনি বলতেনঃ "রাব্বানা- ওয়া লাকাল হামদ" (অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক, প্রশংসা তো সব তোমারই জন্য।) অথবা বলতেনঃ "আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- ওয়া লাকাল হামদ" (অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু, সমস্ত প্রশংসা কেবল তোমারই জন্য।) কখনও আবার অতিরিক্ত বলতেনঃ

مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْ ءَ الأَرْض وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"মিলআসসামা-ওয়া-তি ওয়া মিল আল আরদ্ব, ওয়া মিলআ মাশি'তা মিনশাইয়িন বা'দ"

(অর্থঃ বেহেশত, পৃথিবী এবং যা কিছু আছে সব তোমারই প্রশংসায় পরিপূর্ণ।)

আবার যোগ করে এমনটি বলতেনঃ

"ইয়া- আহলাছ ছানাঈ ওয়াল মাজ্দ, লা-মা-নীআ' লিমা আ 'ত্বাইতা ওয়া লা- মু'ত্বিয়া লিমা-মানা'তা, ওয়া লা- ইয়ানফায়ু' যাল জাদ্দী মিনকালজাদ্দ"

(অর্থঃ হে গৌরব এবং মহানুভবতার প্রভু! তুমি যা প্রদান কর (grant) কেহই তা আটকিয়ে রাখতে পারে না এবং তুমি যা দিতে অস্বীকার কর কেহই তা প্রদান করতে পারে না; আর তোমার সামনে তুমি ব্যতিত কোন বস্তুই তার মালিককে লাভবান করতে পারে না।)

সিজদাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) "সুবহ্বা-না রাব্বিয়াল আ'লা-" এবং "সুবহ্বা-না রাব্বিয়াল আ'লা- ওয়া বিহামদিহি-" এর অতিরিক্ত বলতেনঃ "সুব্বুহুন, কুদ্দু-সুন, রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররু-হ" অথবা, "সুবহ্বা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- ওয়া বিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগফিরলি- অথবা

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

আল্লা-হুম্মা লাকা সাজাদ্তু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া লাকাআসলামতু, সাজাদা ওয়াজহি ইয়া লিল্লাজি- খালাক্বাহু ওয়া সাওওয়ারাহু ওয়া শাক্কা সামআ'হু ওয়া বাসারাহু, তাবা-রাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিক্বি-ন"

দুই সিজদার মাঝখানে বসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অতিরিক্ত পড়তেনঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي

"রাব্বিগ ফিরলি-, রাব্বিগ ফিরলি-" (অর্থঃ হে আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর; হে আমার আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর।) তিনি আরও পড়তেনঃ

"আল্লা-হুম্মাগ ফিরলি- ওয়ারহামনি- ওয়াজবুরনি- ওয়ারফা'নী- ওয়াহ্দিনী- ওয়াআ'ফিনী- ওয়ারজুক্বনি-" (অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর, আমাকে শক্তিশালী কর, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও, আমাকে পরিচালিত কর, আমার প্রতি অনুকূল হও, আমাকে লালন পালন কর।)

তাশাহুদের ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণনা আছে যেমনঃ

التَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَواتُ والطَّيِّبات ، السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُه ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ كَ الصَّالِحِين. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ الله ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسولُه

"আত্তাহ্বিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াসসালা-ওয়া-তু ওয়াত্তাইয়্যিবা-তু আসসালামু আ'লাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ....." [অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা, প্রার্থনা এবং পবিত্র ইবাদত সমূহ শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য। হে নবী (সাঃ)! আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত, শান্তি এবং অশেষ বরকত নাজিল হোক] আবার এমনটিও বলা হয়ঃ

"আত্তাহ্বিয়্যা-তু আল মুবা-রাকা-তু আস সালা-ওয়া-তু ওয়াত্তাইয়্যিবা-তু লিল্লাহি- আসসালা-মু আ'লাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু.. "

অথবা এটিও বলা যায়ঃ

"আত্তাহ্বিয়্যা-তু ওয়াত্তাইয়্যিবা-তু আস সালা-ওয়া-তু লিল্লাহি- আসসালা-মু আ'লাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু"

এভাবে একেকজন নামাযী একেক সময় একেকটি পড়তে পারে ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর দুরুদের ব্যাপারে অনেক রকম ভাষ্য পাওয়া যায়। যেমনঃ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ[i]

"আল্লা-হুমা সাল্লিআ'লা মুহাম্মাদ, ওয়া আ'লা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- সাল্লাইতা আ'লা - ইব্রা-হী-মা ওয়া আ'লা আ-লি ইব্রা-হী-মা ইন্নাকা হামি-দুম ম্নাজি-দ। আল্লা-হুম্মা বারিক আ'লা- মুহাম্মাদ, ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- বা-রাকতা আ'লা- ইব্রা-হি-মা ওয়া আ'লা- আ-লি ইব্রা-হি-মা ইন্নাকা হামি-দুম মাজি-দ।"

(অর্থঃ হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ করো যেরুপ তুমি হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি করেছ। তুমি নিশ্চয়ই প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি তুমি বরকত ও রহমত নাজিল করো যেরুপ তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি করেছ । তুমি সত্যিই প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।)

অথবা "আল্লা-হুমা সাল্লিআ'লা- মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা- আ-লি বাইতিহি-, ওয়া আ'লা- আযওয়াজিহি- ওয়া যুররিয়্যাতিহি- কামা সাল্লাইতা আ'লা- আ-লি ইব্রা-হি-মা ইন্নাকা হামি-দুম মাজি-দ ওয়া বারিক আ'লা- মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আযওয়াজিহি- ওয়া যুররিয়্যাতিহি- কামা বা-রাকতা আ'লা- আ-লি ইব্রা-হি-মা ইন্নাকা হামি-দুম মাজি-দ"

অথবা "আল্লা-হুমা সাল্লিআ'লা- মুহাম্মাদ আননাবিয়্যি আল উম্মি-, ওয়া আ'লা- আ-লি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আ-'লা- আ-লি ইব্রা-হি-মা ওয়া বা-রিক আ'লা- মুহাম্মাদ আননাবিয়্যিল উম্মি, ওয়া আ'লা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- বা-রাকতা আ'লা- আ-লি ই-ব্রা-হি-মা ফিল আ'-লামি-না ইন্নাকা হামি-দুম মাজি-দ"

একই ভাষ্য অনান্য বর্ণনাতেও পাওয়া যায় এই সুন্নাহ বর্ণনাকারীদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায় এবং নামাযে একেকবার একেক দুরূদ পড়াতে কোন দোষ নেই কারণ অনেক সহীহ হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্ন সাহাবী (রাঃ) দের এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন । (উপরোক্ত বিষয়গুলো শায়খ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীর সিফাত সালাতুন আল নবী (সাঃ) নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে)

১৫ নামাযে সিজদাযুক্ত আয়াত

কোরআন তিলাওয়াতের আদবের একটি হলো সিজদাযুক্ত কোন আয়াত এসে পড়লে আল্লাহকে সিজদা করা। কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী এবং সৎকর্ম পরায়ণ লোকদেরকে বলছেনঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

"*এরাই তাঁরা-- নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাঁদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনিত করেছি, তাঁদের বংশোদ্ভুত। তাঁদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন তাঁরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত।*" (১৯ঃ৫৮)

ইবনে কাছির (রঃ) বলেনঃ পন্ডিতরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে সিজদার আয়াতে আমাদের সিজদা দিতে হবে এবং তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। (তাফসীর আল কুরআন আল আজিম, ইবনে কাছির, ৫/২৩৮) তিলাওয়াতে সিজদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা খুশু' বৃদ্ধি করে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত বলেনঃ

"*তাঁরা ক্রন্দন করতে করতে নত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।*" (১৭ঃ১০৯)

বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন একদিন যখন নামাজে সূরা আন নাজ্‌ম (৫৩) তেলাওয়াত করছিলেন তখন তিনি সিজদা দেন। বুখারি (র) হযরত রাফি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন "আমি হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর সাথে এশার নামায পড়ছিলাম, তিনি "ইযাস সামা-উনশাক্বক্বাত (আল ইনশিক্বাকঃ ৮৪) তিলাওয়াতের সময় সিজদায় পড়ে গেলেন। নামায শেষে আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "আমি আবুল কাসিম [রসূলুল্লাহ (সাঃ)] এর পিছনে এভাবে নামায পড়েছি এবং তাঁর সাথে আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত রাখব।"

সিজদাযুক্ত আয়াতে সিজদা করার অভ্যাস অপরিহার্য কারণ, ইহা শয়তানকে দমন করে এবং শয়তানের ভিতর জ্বালাতন সৃষ্টি করে। এভাবে একজন নামাযীর উপর শয়তানের প্রভাব খর্ব হয়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, যখন কোন আদম সন্তান সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে, "তাঁর ধ্বংস হোক, তাঁকে সিজদা করার জন্য আদেশ দেওয়া হল আর সে সিজদায় পড়ে গেল! বেহেশত এর জন্যই। আমাকে সিজদা করার আদেশ করা হয়েছিল কিন্তু আমি অমান্য করেছিলাম সুতরাং আমার জন্য দোজখ নির্ধারিত।" (মুসলিম, ১৩৩)

১৬ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

শয়তান আমাদের নিশ্চিত শত্রু এবং তার শত্রুতার একটি রূপ হলো নামাযীর মনের মধ্যে খুব ধূর্ততার সাথে কূ-মন্ত্রনা ও কূ-প্ররোচনা তৈরি করা এবং সূক্ষভাবে ফিসফিসানী সৃষ্টি করে বিভ্রান্ত করে দেওয়া এবং নামাযীর খুশু'কে ধ্বংস করা। এটা হলো শয়তানের ওয়াসওয়াসা। যাঁরা আল্লাহর দিকে ফিরে, যে কোন ইবাদতে আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর প্রতি আন্তরিকতা পোষণ করে তাঁদের এই ওয়াসওয়াসা সমস্যা ঘটে এবং ব্যাপারটা একরকম অপরিহার্য্য। সুতরাং নামাযীকে থাকতে হবে অটল, বলিষ্ঠ, দৃঢ় এবং ধৈর্য্যশীল। নামাযে খুশু'র ব্যাপারে তাঁকে হতে হবে নাছোড়বান্দার মত অনড়। তাঁর এই অনমনীয় অবস্থান শয়তানের সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়। আল্লাহ বলেনঃ

"যারা ঈমানদার তারা জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে -- দেখবে শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।" (৪ঃ৭৬)

বান্দাহ তাঁর চিন্তা সব সময় আল্লাহর দিকেই ফিরাতে চায় কিন্তু ছিঁচকে চোরের মত নিঃশব্দে অনেক বিষয়ই তাঁর মনের ভিতর চলে আসে। শয়তান এক ভয়ঙ্কর ডাকাত যে অতর্কিত হামলার জন্য ওৎ পেতে থাকে। যে সময় বান্দাহ আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমন করতে শুরু করে, সে সময় থেকেই শয়তান বান্দার রাস্তা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। সেই কারণে, একজন সালাফ (পূর্বসূরী মুসলিমগণ- predecessors or early muslims) বলেন, "ইহুদি এবং খ্রীষ্টানরা বলে যে, তারা শয়তানের ওয়াসওয়াসা সমস্যায় ভূগে না "। তিনি আরও বলেন, "তারা সত্য কথাটিই বলছে কারণ ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বাড়ীতে শয়তান আর কিইবা ধ্বংস করতে চাইবে?" (মাজমু উল ফাতাওয়া, ২২/৬০৮)

এ ব্যাপারে সুন্দর একটা সাদৃশ্য বা তুলনা আছে। এ যেন তিনটি বাড়ীর মতঃ একটি রাজার বাড়ী, সোনাদানা আর মনি মুক্তায় ভরপুর; দ্বিতীয়টি ভৃত্যের বাড়ী, সামান্য সম্পদ এবং সঞ্চয় আছে এতে; আর তৃতীয়টি শূন্য বাড়ী যার ভিতর কিছুই নেই। এখন একজন শয়তান চোর যদি চুরি করতে আসে তবে চুরির জন্য এই তিনটি বাড়ীর কোনটি সে পছন্দ করবে? (আল ওয়াবিলুস সায়্যিব, ৪৩)

বান্দাহ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় শয়তান তখন জ্বলেপুড়ে মরে, কারণ নামাযে দাঁড়ানোর মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়; সে থাকে তার সবচেয়ে সুন্দর অবস্থায়। এটা শয়তানের জন্য সবচেয়ে বিরক্তির এবং যন্ত্রণার। সুতরাং শয়তান প্রথমতঃ বান্দার নামায প্রতিষ্ঠা বন্ধ করতে চেষ্টা করে। এর পর সে ভুলিয়ে দেবার জন্য প্ররোচিত করে এবং তারপর সে তার অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী নিয়ে বান্দাহর উপর আক্রমণ করে এবং এটাকে একটা কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করিয়ে দেয়। ফলে, বান্দাহ নামাযের ব্যাপারে গাফিলতি দেখায় এবং এক সময় সে নামায পরিত্যাগ করে।

কিন্তু শয়তান এতেও যদি ব্যর্থ হয় এবং বান্দাহ্ শয়তানকে উপেক্ষা করে নামাযে মনোযোগী হয়, তখন সে (শয়তান) বান্দাহকে আবার অমনোযোগী করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহর এই শত্রু বান্দাহকে নামাযে সেই সব বিষয় মনে করিয়ে দেয় যা সে নামায শুরুর আগে ভাবেওনি বা চিন্তাও করেনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

"তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর। তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।" (১৭:৬৪)

একজন নামাযী কোন বিষয় সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারে কিন্তু শয়তান তাকে নামাযে সেই বিষয় মনে করিয়ে দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চায় । যাতে করে তার মন এবং হৃদয় নামাযে না থাকে । এভাবেই আল্লাহর ভালবাসা এবং পুরস্কার থেকে একজন নামাযী বঞ্চিত হয়। শয়তানের কূ-প্ররোচনার ফলে সে যত সুন্দর ভাবে নামায শুরু করে তত সুন্দরভাবে শেষ করতে পারে না । পাপের বোঝা না কমিয়েই সে নামায শেষ করে, কারণ নামায তখনই পাপের ক্ষতিপূরণ হয় যখন বান্দাহ পূর্ণ খুশু' নিয়ে দেহ এবং মন এক করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। (আল ওয়াবিলুস সায়্যিব, ৩৬)

• শয়তানের কু-মন্ত্রণার সাথে যুদ্ধ করতে এবং ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত হতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের যে সকল কৌশল শিখিয়েছেন

আবুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বললেনঃ "হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমি যখন নামাযে দাঁড়াই শয়তান আমাকে বিরক্ত করে এবং তিলাওয়াতে আমি বিভ্রান্ত হই"। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাবে বললেন "এই শয়তানের নাম খানজাব। তুমি যদি তার উপস্থিতি বুঝতে পার তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং তোমার বামদিকে তিন বার থুতু ফেলবে (শুকনো থুতু)" আবুল আস (রাঃ) বললেন, "এরপর আমি তাই করলাম এবং আল্লাহ শয়তান থেকে আমাকে হেফাজত করলেন ।" (মুসলিম, ২২০৩)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) শয়তানের অন্য একটি ষড়যন্ত্রের কথা এবং তা প্রতিহত করার ব্যাপারে বলেনঃ "যখন কেউ নামায পড়তে দাঁড়ায়, শয়তান তাকে গুলিয়ে ফেলে, মনে সংশয় সৃষ্টি করে এবং নামাযকে এর সাথে মিশিয়ে ফেলে। ফলে, সে বুঝতে পারে না সে কত রাকাত নামায পড়েছে । কারো যদি এমন হয় তবে, সে যেন বসে আরও দুবার সিজদা দিয়ে নেয়।" (আল বুখারী, কিতাব আল ছাহু বাব আল ছাহু ফিল ফারজ ওয়াত তাতাউ)

শয়তানের অন্য আর একটি চক্রান্ত এইরূপঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "তোমাদের কেউ

নামাযে যদি তার পশ্চাৎভাগে কিছু নড়াচড়া অনুভব করে এবং তার ওযু আছে কি নাই এ ব্যাপারে অনিশ্চিত হয় তবে সে (যতক্ষণ না কোন গন্ধ পায় বা শব্দ শোনে) যেন তার নামায সম্পূর্ণ করে ।"

শয়তানের ষড়যন্ত্র যে কত অদ্ভুত হতে পারে এই হাদীসটিই তার প্রমাণ দেবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে একটি লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তার ওযু না ভাঙ্গা সত্বেও সে ওযু ভেঙ্গে গেছে বলে ভেবেছিল । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামায পড়ে তখন শয়তান তার কাছে আসে এবং তার পশ্চাৎভাগ উন্মুক্ত করে নামাযীকে ভাবতে বাধ্য করে যে তার ওযু ভেঙ্গে গেছে, যদিও তার ওযুর কোনই ক্ষতি হয়নি । সুতরাং এমন ঘটনা যদি ঘটে তবে নিজ কানে বায়ু নির্গত হবার শব্দ না শুনে এবং নিজ পায়খানার গন্ধ নিশ্চিত না হয়ে তোমাদের কেউ যেন নামায পরিত্যাগ না করে।"(আল কাবীর - আল তাবাররানী নং, ১১৫৫৬ পার্ট-১১, ১১১; মাজমা আয জাওয়ায়িদ, ১/২৪২)

খান্‌জাব নামের শয়তান নামাযীর বিরুদ্ধে খুবই ধূর্ততার সাথে ষড়যন্ত্র করে। সে নামাযে নামাযীকে নামায ব্যতীত অন্যান্য ইবাদত বা বিষয় সমন্ধে চিন্তা করতে প্ররোচিত করে যেমনঃ দাওয়াত দেয়া, জ্ঞান অর্জন করা ইত্যাদি। এর ফলে মূল ইবাদত নামায থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একজন নামাযী অন্যসব ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। এই শয়তান এমন কি একথাও মনে করিয়ে দেয় যে, "নামাযে দাঁড়িয়ে ওমর (রাঃ)ও সেনাবাহিনী পরিচালনার পরিকল্পনা করত সুতরাং তোমার করতে দোষ নেই।"

এ বিষয়ে সোজা তথ্য এবং ব্যাখ্যার জন্য আমাদের উচিত শায়খ ইবনে তাইমিয়্যাহ (র) এর গ্রন্থসমুহ অধ্যয়ন করা । এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) বলেনঃ "নামাযের মধ্যে আমি আমার সেনাবাহিনীর জন্য পরিকল্পনা করি।" এটা এ জন্য যে ওমর (রাঃ) কে জিহাদে নিযুক্ত হবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি ছিলেন ঈমানদারদের নেতা। সুতরাং তিনি জিহাদেরও নেতা ছিলেন। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলা যায় তাঁর নামায হত ভয়ের নামায (সালাতুল খাউফ) এবং একই সময়ে তিনি থাকতেন শত্রুর পাহারায় পাহারারত। নামায পড়া এবং সেই সাথে জিহাদ করা উভয়ের জন্যই তিনি ছিলেন আদেশকৃত । সুতরাং তাঁকে একই সাথে দুটি দায়িত্ব পালন করতে হতো। আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতায়ালা বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।" (৮ঃ৪৫)

এটা সবাই জানে যে নিরাপত্তা এবং নির্জনতায় নামাযে মনে যে শান্তি পাওয়া যায় জিহাদরত অবস্থায় তা পাওয়া যায় না । অতএব যদি এমনটা হয় যে জিহাদের কারণে নামাযে ঘাটতি ঘটছে তার মানে এই নয় যে নামাযে বিশ্বাসের ঘাটতি ঘটছে।

এই কারণে নিজনর্তার নামাযের তুলনায় বিপদকালীন নামাযকে এ মানদন্ডে কিছুটা শিথিল

করা যেতে পারে। বিপদের সময় নামায সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ...

"অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের উপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ।" (৪ঃ১০৩)

সুতরাং শান্তিকালীন সময়ে যেভাবে নামায পড়ার নির্দেশ এসেছে ঝুঁকি বা বিপদ কালে সেটাকে হালকা করা হয়েছে।

তাছাড়া এ প্রসঙ্গে লোকজনের মধ্যে বিভিন্ন স্তর (levels) রয়েছে । যেমনঃ একজন ব্যক্তির বিশ্বাস যদি দৃঢ় বা শক্তিশালী হয় তবে নামায বহির্ভূত চিন্তা আসলেও সে নামাযে সঙ্গত মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওমর (রাঃ) এর হৃদয়ে সত্যকে শক্ত করে স্থাপন করেছেন এবং তিনি ছিলেন আল মুহাদ্দীত আল মুলহাম, অনুপ্রাণিত বক্তা (the inspired speaker) । সুতরাং তাঁর মত ব্যক্তির নামাযে সেনাবাহিনীকে নিয়ে পরিকল্পনায় আশ্চর্যের কিছু নেই। তিনি এটা করতে পারেন বলে অন্যরা সবাই এটা পারে না। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, নির্জনতায় বা বিপদমুক্ত কালে তিনি নামাযে অধিক মনোযোগী ছিলেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামায বিপদকালীন সময়ের চেয়ে নিরাপদকালীন সময়ে সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ ছিল। আর আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতই যদি ভয়ের বা বিপদের সময়ে নামাযের বাহ্যিক গতি চাঞ্চল্যে ছাড় দেন সেখানে আভ্যন্তরিণ বিষয়ে আর বলার কিইবা আছে?

পরিশেষে বলা যায় অন্য একটি ফরজের ভারে পীড়িত ব্যক্তির নামায এবং যে কোন ফরজ বা আবশ্যিক দায়ীত্বশীল ব্যক্তির নামায একরূপ হয় না । এটা হতে পারে যে ওমর (রাঃ) নামাযের সময় ছাড়া অন্য সময়ে পরিকল্পনার ব্যাপারে পর্যাপ্ত সময় পেতেন না, কারণ তিনি ছিলেন সমস্ত উম্মাহর নেতা যার উপর ছিল প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যিক দায়িত্বসমূহ এবং যে কারোরই এ রকম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে এরূপ অবস্থান হবে ।

মানুষ নামাযে সব সময় ঐ সব অবান্তর চিন্তা করে যার সব কিছুই আসে শয়তান থেকে। এক লোক একদিন এক সালাফের কাছে এসে বলল যে সে কিছু টাকা মাটির নীচে গর্ত করে রেখেছিল কিন্তু সে এখন ভুলে গেছে টাকাটা কোথায় রেখেছে । জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁকে বললঃ 'যাও নামায পড়' । সে গেল, নামায পড়ল এবং তারপর মনে করতে পারল টাকাটা কোথায় পুঁতে রেখেছিল। সালাফকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল কিভাবে সে এটা জানল, তিনি জবাবে বললেনঃ "আমি জানি শয়তান তাকে তার প্রয়োজনীয় বিষয় মনে করিয়ে না দিয়ে কখনই একা ফেলে যাবে না এবং এই লোকটির কাছে সে কোথায় টাকাটা পুঁতে রেখেছিল এর চেয়ে গুরুত্বর্পূণ চিন্তা আর কিছুই ছিল না।" কিন্তু একজন উত্তম দাস সব সময় নামাযে তার মনকে পরিপূর্ণভাবে ধরে রাখে এবং মহামহিম আল্লাহর অন্য আদেশ নিষেধের মত নামাযেও সবকিছু উপযুক্তভাবে সম্পাদন করার জন্য

যুদ্ধ করে । আল্লাহ ছাড়া সাহায্য করারও কেউ নেই, শক্তি দেবারও কেউ নেই। তিনি সর্ব্বোচ, তিনি সর্বশক্তিমান । (মাজমু উল ফাতাওয়া, ১১/৬১০)

• পূর্বসূরী মুসলিমগণ- (predecessors or early muslims) যেভাবে নামায পড়তেন

সালাফগণ কিভাবে নামায পড়তেন তা নিয়ে ভাবা খুশু' বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং তাদের অনুসরণে উৎসাহিত করবে। ইবনে রজব থেকে বর্ণিত যে, "সে যখন নামাযে দাঁড়াত এবং তাঁর প্রভুর সামনে তিলাওয়াত শুরু করত আর তোমরা যদি কেউ এটা দেখতে তাহলে তার মনে ভীষণ ভাবনার উদ্রেক হতো । সে কিভাবে তাঁর প্রভুর সামনে দাঁড়ায় একথা ভেবে তার মন সম্মান বোধে অবিভূত হতো ।" (আলা খুশু' ফিস সালাহ, ইবনে রজব, ২২) মুজাহিদ (র) বলেনঃ " যখন তাঁদের কেউ নামাযে দাঁড়াতেন তাঁদের চোখ কখনও টানা হেঁচড়া হত না । চোখের পাতা এদিক সেদিক নড়াচড়া করত না যতক্ষণ না সে ভুলে যেত যে সে নামাযে আছে । দুনিয়ার কোন বিষয় নিয়ে তাঁরা চিন্তাও করতেন না।"

যখন ইবনে জুবাইর নামাযে দাঁড়াতেন, তাঁর খুশু'র কারণে তাকে একটা নিশ্চল কাঠের দন্ডের মত মনে হত। নামাযে দাঁড়ালে একবার তাঁকে গুলতি (a missile from a catapult or building block) দিয়ে ক্ষেপনাস্ত্র মারা হয়েছিল । এতে তাঁর পোষাকের কিছু অংশ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হল কিন্তু তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে রইলেন; এমনকি তিনি তাঁর মাথাও তুললেন না । একদা মুসলিমাহ ইবনে বাশার নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ করে মসজিদের কিছু অংশ ধ্বসে পড়ল এবং লোকজন ভয়ে দৌড়াতে থাকল কিন্তু তিনি নামায পড়তে থাকলেন এবং কারো দিকে খেয়াল করলেন না। আমরা জেনেছি যে সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ মসজিদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পোষাকের মত পড়ে রইতেন, কারো বা আবার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো কারণ তাঁরা আল্লাহকে হাজির জেনেই তাঁর সামনে দাঁড়াতেন । তাঁদের কেউ জানতেন না তাঁর ডান বা বাম পার্শ্বে কে দাঁড়িয়ে আছে।

তাঁদের মধ্যে একজন অযুর সময়ে বির্বণ (go pale) হয়ে যেত । তাঁকে বলা হল,"আমরা লক্ষ্য করলাম ওযুর সময় তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসলো"। সে বলল " আমি জানি আমি কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি" । যখন নামাযের সময় হত হযরত আলী (রাঃ) কে কম্পিত অবস্থায় দেখা যেতো এবং তাঁর মুখ মন্ডলের রং পরিবর্তন হয়ে যেত । কেউ জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি হয়েছে?" তিনি জবাবে বললেন, "আল্লাহর শপথ! এটা আমানতদারীর সময় যা আল্লাহ তায়ালা বেহেশ্‌ত, পৃথিবী আর পাহাড়কে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু আমরা এটা বহন করেছিলাম।"

"আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলঃ কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ।" (৩৩ঃ৭২)

সাইয়্যিদ আত তানুকী নামায পড়ার সময় চোখের পানি গন্ডদেশ হয়ে দাড়ি বেয়ে পড়ত। একজন তাবেঈনের ব্যাপারে আমরা শুনেছি, যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতেন, তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত এবং তিনি বলতেনঃ "তুমি কি জান আমি কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি

এবং কার সাথে কথা বলতে যাচ্ছি?" তোমাদের মধ্যে কে আছে যার এমন ভয় এবং সম্মান আছে ? (সিলাহুল ইয়া কাজান লিতারদ আস শাইতান, আব্দুল আজিজ সুলতান, ২০৯) তারা আমির ইবনে আবদ আল-কায়েসকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি নামাযের সময় নিজের কথা চিন্তা কর?" সে বলল," এমন কিছু কি আছে নামাযের চেয়ে যা চিন্তা করতে আমি বেশি পছন্দ করি?" তারা বলল,"নামাযে আমরা আমাদের বিষয় ভাবি।" সে বলল, "তোমরা কি বেহেশ্ত, হুর ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা কর?" তারা বলল, "না, এসব নিয়ে নয়, আমরা আমাদের পরিবার এবং সম্পদ নিয়ে ভাবি ।" সে বলল, "যদি দ্রুতগামী নিক্ষিপ্ত তীরের (spears) সাথে আমাকে দৌড়াতে হতো, তবে আমার জন্য ভাল হতো এবং আমি তীরের সাথে দৌড়াতাম; কিন্তু তবুও নামাযে দুনিয়ার বিষয় নিয়ে আমার সমন্ধে আমি ভাবতাম না।"

সাঈদ ইবনে মুয়া'জ বলেনঃ "আমার যদি তিনটি গুণ থাকত এবং সব সময় সেগুলিকে ধরে রাখতে পারতাম তবে আমার পক্ষে কিছু হওয়া সম্ভব হত। এগুলো হলোঃ আমি যখন নামায পড়ি তখন শুধু এই নামায ছাড়া যদি অন্য কিছু না ভাবতাম; রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে যখন কোন হাদীস শুনি তখন যদি এটার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ না করতাম; এবং আমি যখন জানাযায় অংশ নিই তখন যদি জানাযায় কী বলছে বা কী বলা হচ্ছে সেটা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা না করতাম।" (আল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ, ২২/৬০৫) হাতিম (র) বলেন, "আমাকে যা আদেশ করা হয়েছে আমি তা মেনে চলি; হৃদয়ে আল্লাহর ভয় নিয়ে রাস্তায় হাটি; সৎ নিয়তে কাজ শুরু করি; আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁরই ইবাদত করি; আস্তে এবং সতর্ক পদক্ষেপে অর্থ চিন্তা করে তিলাওয়াত করি; খুশু'র সহিত মাথা নত করি; বিনয়ের সাথে সিজদায় যাই ; আস্তে বসে সম্পূর্ণ তাশাহুদ পড়ি; নেক নিয়তে সালাম ফিরি ; আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর বন্দেগী শেষ করি; এবং হৃদয়ে একটা ভয় নিয়ে ফিরে আসি, কারণ আমি জানি না আমার নামায কবুল হয়েছে কিনা। এবং এ জন্য আমি মৃত্যু পর্যন্ত প্রানপণ নামায পড়ে যাব।" (আল খুশু' ফিস সালাহ, ২৭-২৮) আবু বকর আস সুবকী বলেনঃ দুজন ইমামের জীবদ্দশায় আমার বসবাস করার সৌভাগ্য হয়েছে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার সুযোগ হয়নি । এদের একজন হলেন আবু হাতিম আল রাজী এবং অন্যজন হলেন মুহাম্মাদ ইবনে নসর আল মারওয়াজী। ইবনে নসরের সমন্ধে বলা যায় যে সে সময়ে আমার জানামতে তাঁর (ইবনে নসরের) চেয়ে উত্তম নামায আর কেউ পড়ত বলে শুনি নাই। আমি শুনেছি যে, একটি ভীমরুল তাঁকে হুল বিদ্ধ করেছিল এবং তাঁর কপাল দিয়ে চোখ মুখ বেয়ে রক্ত পড়ছিল কিন্তু তিনি নামাযে কোন নড়াচড়া করেননি। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আল আকরাম বলেন, "মুহাম্মাদ ইবনে নসরের মত এত ভাল নামায আমি আর কাউকেই পড়তে দেখি নাই । নামাযে তাঁর কানে বা মুখ মন্ডলে কোন মাছি পড়লে তিনি তা তাড়াতেন না। আমরা নামাযে তাঁর খুশু' দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতাম। নামাযে আল্লাহর ভয়ে তিনি এতটা ভীত থাকতেন যে তিনি তার থুতুনি বুকের উপর রাখতেন (putting chin on chest); দেখে মনে হত যে এক টুকরো কাঠ দাঁড়িয়ে রয়েছে।" (তাজীম কাদ্‌র আস সালাহ, ১/৫৮) শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ যখন নামায শুরু করতেন তখন আল্লাহর ভয়ে এতটা কাঁপতেন যে, তিনি

ডানে এবং বামে ঝুলে পড়তেন। (আল কাওয়াকিবুদ্ দুরিয়াহ ফি মানাকিব আল-মুজতাহিদ ইবনে তাইমিয়্যাহ-মাবি' আল কারামী, ৮৩)।

আমাদের আজকের মানুষের সাথে এর তুলনা করলে দেখা যাবে আমরা কেউ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখতে ব্যস্ত, কেউ পোষাক আশাক বিন্যস্ততে মনোযোগী, কেউবা আবার অনর্থক নাকে হাত দিতে মশগুল, কেউবা আবার ব্যবসা বা টাকা পয়সার চিন্তায় মগ্ন, কেউবা আবার কার্পেট এবং সিলিং এর সাজসজ্জা অনুসন্ধানে আকৃষ্ট অথবা কেউবা চেষ্টা করছে পাশে কে আছে তা দেখতে। চিন্তা করুন আজকের বিশ্বের বড় একজন নেতার সামনে যে কোন একজন মানুষ কিভাবে দাঁড়াবে এবং কি আচরণ করবে? উপ্রোক্ত আচরণ করতে কি সে আদৌ সাহস করবে? অথচ মহাবিশ্বের একমাত্র ত্রানকর্তা আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কিই না করছি।

১৭ খুশু' যেভাবে নামাযের সাথে জড়িয়ে থাকে

*রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,"যখন নির্ধারিত নামাযের সময় হয় তখন অধিকাংশ মুসলিমই পূর্ণভাবে ওযু করে না, খুশু'র যথাপোযুক্ত মনোভাব পোষণ করে না এবং উপযুক্তভাবে মাথাও নত করে না, অথচ কবিরা গুনাহ বাদে এটাই কিনা হবে তার সকল অতীত পাপের ক্ষতিপূরণ। এবং সারা জীবনের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোয্য হবে।" (মুসলিম ১/২০৬, নং ৭/৪/২)

* হৃদয়ে খুশু'র পরিমাপগত তারতম্যের কারণে পুরস্কারে তারতম্য হবে । যেমনটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "একজন বান্দা তার নামাযের পূর্ণ পুরস্কারের হয়ত দশ ভাগ পাবে, কেউবা নয় ভাগ, কেউবা আট ভাগ, কেউবা সাত ভাগ, কেউবা ছয় ভাগ, কেউবা পাঁচ ভাগ, কেউবা এক চর্তুথাংশ, কেউবা এক তৃতীয়াংশ এবং কেউবা অর্ধাংশ।" (ইমাম আহমাদ, সহীহ আল জামে, ১৬২৬)

* নামাযে যার যতটুকু মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হবে তার শুধু ততটুকুই কাজে আসবে । হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "তুমি তোমার নামায থেকে ততটুকুই পাবে যতটুকু তুমি এর প্রতি মনোযোগী হবে "। মনোযোগ যথাযথ হলে খুশু'র পূর্ণতা আসবে এবং পাপ মাফ করা হবে। যেমনটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন আল্লাহর কোন দাস বা বান্দাহ নামাযে দাঁড়ায় এবং প্রার্থনা করে, তাঁর সমস্ত পাপ তার মাথা এবং কাধেঁর উপর রাখা হয় । প্রত্যেকবার যখনই সে সিজদায় যায় এবং মাথানত করে, তখনই তাঁর কিছু পাপ পড়ে যায় (sins fall from him)।" (আল বাইহাকী ,আস সুনানুল কুবরা, ৩/১০, সহীহ আল জামে) আল মানাজী বলেন, যা বুঝানো হয়েছে তা হল, প্রত্যেক সময় যখনই নামাযের একটি স্তম্ভ বা অংশ শেষ হয়, সাথে সাথে সে কিছু পাপ মুক্ত হয় এবং নামায শেষে তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এটা হল সেই নামায যাতে নামাযের সব প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা হয়। 'দাস' বা 'বান্দাহ' এবং 'দাঁড়ানো' দ্বারা রাজাধিরাজ- রাজার রাজা-আল্লাহর সামনে বিনয়ী দাসের অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে । (আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, ৩/১০, সহীহ আল জামে)।

* যে খুশু' সহকারে নামায পড়ে, সে নামাযের পরে হালকাবোধ করে এবং মনে হয় তার উপর থেকে একটি বড় বোঝা নেমে গেছে। সে এমন আরাম, উদ্বেগহীনতা এবং সতেজতা অনুভব করে যে, সে প্রার্থনা করে, সে যদি আর কখনও নামায ত্যাগ না করত! কারণ, এটা তার জন্য আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বস্তির একটা বড় উৎস। যতক্ষণ না সে নামায পুনরায় শুরু করছে ততক্ষণ সে একটা বদ্ধ জেলখানার মধ্যে থাকার মত অনুভব করে। নামায শেষ করার পরিবর্তে সে নামায অব্যাহত রাখার মধ্যেই তৃপ্তি অনুভব করে। যারা নামায উপভোগ করে তারা বলেঃ আমরা নামায পড়ি এবং ইহা উপভোগ করি যেমনটি আমাদের নেতা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "হে বেলাল, এসো নামায উপভোগ করি এবং এতে স্বস্তি খুঁজি"; তিনি বলেননি, "এসো নামায পড়ে ফেলি বা শেষ করি।"

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,"আমার আনন্দ তৈরি হয়েছে আমার নামাযের মধ্যে" যে নামাযের মধ্যে আনন্দ পায় সে অন্য কোথাও আনন্দ খুঁজেই বা কি করে, আর নামায থেকে দূরেইবা থাকে কি করে? (আল ওয়াবিলুস সায়্যিব, ৩৭)।

১৮ নামাযের মধ্যে সঠিক সময়ে দোয়া পড়া; নামাযের পরে কেন যিক্‌র করতে হবে

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহর সাথে কথা বলা, বিনীতভাবে তাঁর সামনে সন্দেহমুক্ত হয়ে দাঁড়ানো, বিভিন্ন জিনিসের জন্য তাঁকেই অনুরোধ করা এবং আন্তরিকভাবে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করা --- সবই আল্লাহর সাথে বান্দাহর বন্ধনকে শক্ত করে এবং খুশু' অর্জনে সহায়তা করে। দোয়া এক ধরণের ইবাদত এবং আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ

"আপনি বলুনঃ কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহবান কর যে, যদি আপনি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করে নেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাব ।" (৬ঃ৬৩)।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "যে আল্লাহকে ডাকে না, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন।" (আল তিরমিজি, কিতাবুদ দোওয়াহ, ১/৪২৬, সহীহ আল তিরমিজি, ২৬৮৬) ।

বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে নির্দিষ্ট জায়গায় দোয়া পড়তেন; আর সেগুলো হল, সিজদা, দুই সিজদার মাঝখানে এবং তাশাহুদের পরে । এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো সিজদায় দোয়া পড়া, কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "গোলাম সিজদার সময় তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, সুতরাং সে সময়ে তোমরা দোয়া করা বাড়িয়ে দাও।" (মুসলিম কিতাবুস সালাহ, বাব মা ইয়ুকালু ফি'র রুকু' ওয়াল সুজুদ, নং ২১৫) এবং তিনি আরও বলেনঃ "সিজদাতে দোয়া করার জন্য অত্যন্ত আন্তরিকভাবে চেষ্টা কর, কারণ সিজদায় তোমার দোয়ার উত্তর হতে বাধ্য।" (মুসলিম কিতাবুস সালাহ, বাব আলনাহি আন কিরাতিল কুরআন ফির রুকু' ওয়াল সুজুদ, নং ২০৭)

সিজদায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সমস্ত দোয়া পড়তেন তার মধ্যে একটি হলঃ

"আল্লা-হুম্মাগফিরলি যামবি কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু ওয়া আ'লা-নিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু"

(অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার ছোট, বড়, প্রথম, শেষ, গোপন এবং প্রকাশিত সব গুনাহ ক্ষমা কর।) (আন নিসায়ী, আল মুজতাবা, ২/৫৬৯, সহীহ আল জামে, ১০৬৭)

সিজদায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আর কী কী দোয়া পড়তেন আমরা তা ইতোমধ্যেই বলেছি।

তাশাহুদের পরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা পড়তেন তার মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্যটি আমরা যে হাদিস থেকে পাই তা হলো- রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "যখন তোমরা কেউ তাশাহুদ শেষ কর, তখন চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে তা হল-- দোজখ থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা থেকে এবং দাজ্জালের শয়তানি থেকে ।"

তিনি পড়তেনঃ

"আল্লা-হুম্মা ইন্নি আউ-জুবিকা মিংশাররি মা- আ'মিলতু, ওয়ামিংশাররি মা-লামআ 'মাল"

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সেই সব পাপ কাজ থেকে যা আমি করেছি এবং যা আমি করি নাই ।)

তিনি আর ও পড়তেনঃ

"আল্লা-হুম্মা হা-সিবনি হিসা-বান ইয়াসি-রান" (অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার হিসাব নিকাশকে তুমি সহজ করে দাও ।)

তিনি হযরত আবু বক্কর (রাঃ) কে বলতে শিখিয়েছেনঃ

اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَلا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إلاّ أَنْت ، فَاغْفِر لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفورُ الرَّحِيم .

"আল্লা-হুম্মা ইন্নি-জ্বালামতু নাফসি- জুলমান কাছি-রান, ওয়ালা- ইয়াগফিরুয যুনু-বা ইল্লা- আনতা, ফাগফিরলি- মাগফিরাতান মিন ঈ'নদিকা ওয়ারহামনি- ইন্নাকা আনতাল-গাফু-রুর রাহী-ম"

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি নিজের সাথে জুলুম করেছি এবং তুমি ছাড়া আমার পাপ আর কেহই মার্জনা করতে পারে না । তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর করুণা কর । তুমিই সর্বোচ্চ ক্ষমাকারী এবং তুমিই সর্বোচ্চ করুণাময়।)

তিনি তাশাহুদে একজনকে পড়তে শুনলেনঃ

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يا اللهُ الأَحَد ،الصَّمَدُ الَّذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد ، أَنْ تَغْفِر لِي ذُنوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفورُ الرَّحِّيم .

"আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আসআলুকা ইয়া আল্লাহ আল আহাদ আস সামাদ, আল্লাযী- লাম ইয়ালিদ

ওয়া লাম ইউ-লাদ ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহ্বাদ, আনতাগফিরালি- যুনু-বি- ইন্নাকা আনতাল গাফু-রুর রাহ্বী-ম"

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই প্রার্থনা করছি, তুমি এক, অমুখাপেক্ষী, স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রভু যে কাউকে জন্ম দেয় না এবং কারো কাছ হতে যার জন্মও হয়নি এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই। হে আল্লাহ! আমি আমার পাপের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই কারণ তুমিই সর্বোচ্চ ক্ষমাকারী এবং মহা করুণাময়)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা শুনে তাঁর সাথীকে বলেনঃ "তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছে। তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছে।"

তিনি অন্য একজনকে পড়তে শুনলেনঃ

اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ المَنّانُ يا بَديعَ السَّمواتِ وَالأَرْضِ يا ذا الجَلالِ وَالإِكْرام، يا حَيُّ يا قَيّومُ إِنّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَأَعوذُ بِكَ مِنَ النّار .

"আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আসআলুকা বি আন্না লাকাল হ্বামদ, লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা ওয়াহ্বদাকা লা- শা-রিকা লাকা আল মান্না-নু ইয়া- বাদী- আ'স সামা-ওয়া-তী ওয়াল আরদ্ব, ইয়া- যাল জালা-লী ওয়াল ইকরা-ম, ইয়া হ্বাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যু-মু ইন্নি- আস আলুকাল জান্নাহ, ওয়া আউ-জুবিকা মিনান্না-র"

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং সকল প্রশংসা কেবলমাত্র তোমারই! তুমি ছাড়া আর কোন খোদা নেই, তোমার কোন শরীক বা অংশীদার নেই। হে অনুগ্রহ প্রদানকারী, হে পৃথিবী এবং বেহেশতের সৃষ্টিকর্তা, হে সম্মান এবং গৌরবের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে অমুখাপেক্ষী, আমি তোমার কাছে বেহেশতের প্রার্থনা করছি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সঙ্গীদের বললেনঃ "তোমরা কি জান সে কিভাবে আল্লাহকে ডাকল?" সাহাবীরা বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন।" রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ " তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সে আল্লাহকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ট নামে (ইসমে আ'জম) ডেকেছে। যে নামে ডাকলে তিনি জবাব দেন এবং যার জন্য ডাকা হয় তিনি তাই দেন।"

সবশেষে তাশাহুদ এবং সালামের মাঝখানে তিনি বললেনঃ

اللّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرت ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْت ، وَما أَسْرَفْت ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنّي أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لا إِلهَ إِلاّ أَنْت .

"আল্লা-হুম্মাগফিরলি- মা-ক্বাদ্দামতু ওয়ামা- আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা- আ 'লানতু ওয়ামা- আসরাফতু ওয়ামা- আনতা আ 'লামু বিহী- মিন্নি- আনতাল-মুক্বাদ্দিমু, ওয়া আনতাল মুআখ্খিরু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা"

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি অতীতে যা করেছি তা ক্ষমা কর, ভবিষতে যা করব তাও ক্ষমা কর, এবং আমাকে ক্ষমা কর যা আমি গোপনে এবং প্রকাশ্যে করেছি এবং আমি যা অতিক্রম করেছি তাও ক্ষমা কর । আমার ব্যাপারে তোমার জানা সব গুনাই মাফ কর। তুমিই সম্মুখকে পেছনে আন আর পেছনকে সম্মুখে নিয়ে যাও। তুমি ব্যতিত কোন প্রভু নাই।) (এই দোয়াসহ অন্যান্য দোয়াগুলো পাওয়া যাবেঃ সিফাতুস সালাহ্-আল্লামা আল আলবানী, ১৬৩) নামাযে ইমাম সাহেবের আগেই যাদের তাশাহুদ শেষ হয়ে যায় তারা বুঝতে পারে না এই সময়টা কি করবে। উপরোক্ত দোয়াগুলো মুখস্থ করলে এ সময়টাকে তারা কাজে লাগাতে পারে।

• নামাযের পরে কেন যিক্‌র করতে হবে

বিভিন্ন ধরনের যিক্‌র হৃদয়ে খুশু' বৃদ্ধি করে এবং নামাযে রহমত প্রাপ্তি ও সুবিধা লাভকে জোরদার করে। সন্দেহ নেই সৎকাজ লালন করা এবং তা চালিয়ে যাবার অন্যতম প্রধান উপায় হল অন্য সৎকাজের সাথে আগের গুলো অনুসরণ করা । সুতরাং যারা নামাযের পরে আল্লাহর যিক্‌রের কথা চিন্তা করে, তারা তিনবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ যেন একজন নামাযীর নামাযের মধ্যে খুশু'র অভাব ছিল এবং সে জন্য সে যিক্‌রের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে । নফল নামাযের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহা খুশু'সহ নামাযের মধ্যে যে কোন ফরয পালনের ঘাটতিসমূহ পূরণ করে।

১৯ এমন জিনিস যা মনোযোগ নষ্ট করে এবং খুশু'র উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে

* হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ ঘরের পার্শ্ব ঢাকার জন্য আয়েশা (রাঃ) এর একটি পরিশোভিত (decorated) রঙিন পর্দা ছিল । রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন, "এটা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও, কারণ আমি যখন নামায পড়ি তখন এটার সাজসজ্জা আমার মনোযোগ নষ্ট করে।" (আল বুখারী, ফাত হুল-বারী ১০/৩৯১)

আল কাসিম থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রাঃ) এর রঙিন কারুকার্য শোভিত একটি কাপড় ছিল । তিনি এটা তাঁদের পুরানো নিভৃত কক্ষে ব্যবহার করতেন । রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রায়ই নামাযে এটার মুখোমুখি হতেন। তিনি আয়েশা (রাঃ) কে বললেন, "এটা নিয়ে যাও, কারণ এটার শোভাবর্ধন আমার মনকে নামায থেকে বিক্ষিপ্ত করে।" (সহীহ মুসলিম, ৩/১৬৬৮)

এই ঘটনার অন্য একটি নির্দেশনা এই যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কাবায় নামায পড়তে ঢুকলেন তখন তিনি দুটো ভেড়ার শিং দেখলেন । নামায পড়া হলে তিনি উসমান আল হাজাবীকে বললেন, "আমি তোমাকে শিংগুলো ঢাকতে (to cover) বলতে ভুলে গেছি; ওগুলো ঢেকে দাও, কারণ এই গৃহে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা ইবাদত বন্দেগীকারীর মনোযোগ নষ্ট করে।" (আবু দাউদ ২০৩০; সহীহ আল জামে, ২৫০৪) এর মধ্যে সেই সকল স্থানসমূহও অর্ন্তভূক্ত যেখানে লোকজন সহজেই যাতায়াত করে, অনেক কথাবার্তা এবং গোলমাল হয়, মানুষ যুক্তিতর্ক এবং গল্প গুজবে লিপ্ত থাকে এবং যেখানে সহজেই মন ও দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হয় ।

সম্ভব হলে খুব গরম এবং শীতযুক্ত জায়গা এড়িয়ে চলা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গ্রীষ্মকালে দিনের সবচেয়ে গরম অংশটুকু পার না হওয়া পর্যন্ত জোহরের নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন। ইবনে কাইয়্যেম (রঃ) বলেন, "প্রচন্ড গরমে নামায পড়লে একজন ব্যক্তির খুশু' বাধাগ্রস্ত হয়, মনোযোগ ব্যহত হয় এবং ঐ ব্যক্তি অনীহা সহকারে ইবাদত করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেইজন্য বিচক্ষণতার সাথে গরম কিছুটা না কমা পর্যন্ত নামাযে দেরী করতে বলেছেন যাতে করে মনোযোগের সহিত নামায পড়া যায় এবং নামাযের আসল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, অর্থাৎ খুশু'র সহিত আল্লাহর দিকে ফেরা যায়।" (আল-ওয়াবিলুস সায়্যেব, ২২)

- **রঙিন, চিত্রিত, লিখিত, উজ্জ্বল রং অথবা ছবিওয়ালা পোষাক পরিধান করে নামায পড়া**

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বিচিত্র বর্ণের নকশাযুক্ত (Chekered shirts) একটি জামা পরে নামায পড়তে উঠলেন এবং নামায শেষে বললেন, "এই জামাটি আবু জাহাম ইবনে হুজাইফার কাছে নিয়ে যাও এবং আমার জন্য একটি আনবাজানী (চেক এবং শোভাবধর্ন মুক্ত এক ধরণের জামা) নিয়ে আস কারণ নামাযে এটা আমার মনোযোগ নষ্ট করছে।" অন্য এক বনর্ণায় বলা হয়েছে, 'এই চেকগুলো / নকশাগুলো আমাকে ভিন্নমুখী করছে।' আরেক বনর্ণায় এসেছে যে, 'তাঁর একটি বিচিত্র বর্ণের জামা ছিল যা নামাযে প্রায়ই তার মনোযোগকে ভিন্নমুখী করত।' (সহীহ মুসলিম, ৫৫৬, পর্টি-৩/৩৯১) ছবি আছে এমন পোষাক পরে নামায না পড়াই নিয়ম। বিশেষ করে জীব জন্তুর ছবিওয়ালা পোষাক আজকের দিনে যার ছড়াছড়ি দেখা যায়।

২০ তৈরি বা প্রস্তুত খাবার খাওয়ার আগে নামায

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "খাবার প্রস্তুত সম্পন্ন হলে তোমরা নামায পড় না।" (মুসলিম, ৫৬০) যখন খাবার প্রস্তুত হয়েছে এবং পরিবেশন করা হয়েছে, একজন ব্যক্তির উচিত আগে সেটা খাওয়া, কারণ নামাযরত অবস্থায় যদি তার খাবার চাহিদা থাকে, তবে সে তৈরি খাবার রেখে খুশু'র সহিত যথাযথ মনোযোগ দিয়ে নামায পড়তে সমর্থ হবে না। এমনকি খাওয়ার সময়ও তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যদি খাবার পরিবেশন করা হয় এবং একই সাথে নামাযের সময় হয় তবে মাগরিবের সালাতের আগে রাত্রির খাবার খেয়ে নাও এবং খাবার শেষ করার আগে তাড়াহুড়ো করো না।" অন্য এক স্থানে বলা হয়েছেঃ 'যদি খাবার পরিবেশন করা হয় এবং একই সাথে ইক্বামত দেওয়া হয় তবে প্রথমে রাতের খাবার খাও এবং তা শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো করো না।' (আল বুখারী, বা'ব ইজা হাজারা আত তা'আমু ওয়া আকিমাতিস সালাহ; মুসলিম, ৫৫৭-৫৫৯)

২১ প্রকৃতির ডাক (প্রস্রাব/পায়খানা) আসলে নামায

এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, নামাযের সময় শৌচাগারে বা টয়লেটে যাবার প্রয়োজন হলে তা খুশু'কে বাধাগ্রস্ত করে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রসাব এবং পায়খানাকে দমন করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ, ৬১৭, সহীহ আল জামে, ৬৮৩২) কেহ যদি এমন অবস্থায় পড়ে, তার প্রথমে শৌচাগারে গিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত; এমনকি যদি জামাতও ছাড়তে হয়, কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "তোমাদের কারো যদি শৌচাগারে যাবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ সময় নামায শুরু হয় তবে প্রথমে শৌচাগারে যাবে।" (আবু দাউদ ৮৮, সহীহ আল জামে, ২৯৯) নামাযের সময় কোন ব্যক্তির যদি এমনটা ঘটে, তবে তার নামায থামিয়ে টয়লেটে গিয়ে মল ত্যাগ অথবা প্রস্রাব করে পরিস্কার হয়ে তারপর নামায পড়া উচিত । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "প্রস্তুত খাবার সামনে রেখে এবং প্রকৃতির ডাকের সময়ে কোন নামায নেই ।" (সহীহ মুসলিম, ৫৬০) সন্দেহ নেই, এরপরেও যদি কেউ এসব না মেনে নামায পড়ে তবে তার খুশু' দমিত বা হালকা হবে । এই নিয়ম পিছন দিয়ে বাতাস নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে ।

২২ ঘুমের ভাব থাকলে নামায

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন , "তোমাদের কেহ নামাযের মধ্যে যদি ঘুম অনুভব করে তবে সে যা বলছে সে ব্যাপারে সচেতনতা না আসা পর্যন্ত তার ঘুমানো উচিত।" (পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া) অন্য বর্ণনায় আছে , 'তার ঈষৎ ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত যাতে করে সে আর ঘুম অনুভব না করে।' (আল বুখারী, ২১০) এটা কিয়ামুল লাইলের/ তাহাজ্জুদের সময়ে ঘটতে পারে যখন প্রার্থনার জবাব দেওয়া হয়। এ সময়ে একজন ব্যক্তি অজান্তেই নিজের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে পারে । এ হাদীসে ফজর নামাযও অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ যখন কিনা একজন মানুষ ঈষৎ নিদ্রার পরে নামায পড়তে পারবে বলে আত্মবিশ্বাস রাখে । (ফাতহুল বারী, শারহ কিতাব আল-ওজু, বাবুল ওযু মিনান নাউম)

২৩ যে কথা বলে বা ঘুমায় তাকে সামনে রেখে নামায

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "যে ঘুমায় এবং কথা বলে তাকে সামনে রেখে তোমরা নামায পড়ো না।" (আবু দাউদ, ৬৯৪, সহীহ আল জামে, ৩৭৫) কারণ, কথা বলা ব্যক্তি নামাযীর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করবে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি এমন কিছু প্রদর্শন করতে পারে যা ইবাদতকারীকে বিভ্রান্ত করবে । আল খাত্তাবী (রাঃ) বলেন, "কথা বলা ব্যক্তির পিছনে নামায পড়াকে শাফেঈ এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল মাকরূহ বলেছেন , কারণ এটা নামাযীর মন অন্যত্র নিয়ে যায়।" (আউনুল মাবুদ, ২/৩৮৮) ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে নামাযের ব্যাপারে যে প্রমাণ দেওয়া হয় অধিকাংশ বিষেশজ্ঞ তাকে দুর্বল বলেছেন । (আবু দাউদ, কিতাব আল সালাহ)

ইমাম বুখারী (র) আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করে বলেন, (বাবুস সালাহ্ কাফ আল-নাঈম) "আমি প্রায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সামনে বিছানায় আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে থাকতাম এবং তিনি আমাকে সামনে রেখেই নামায পড়তেন।" (সহীহ আল বুখারী কিতাবুস সালাহ্) মুজাহিদ, তাউস, মালিক প্রমুখ ঘুমন্ত কাউকে সামনে রেখে নামায পড়াটা মাকরূহ বলেছেন কারণ এতে ঘুমন্ত ব্যক্তির এমন কিছু প্রকাশিত হতে পারে যা নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে । (ফাতহুল বারী) যদি এসব ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনা না থাকে তবে ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া মাকরূহ হবে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২৪ নামাযের সময় জায়গা মসৃণ করা

ইমাম বুখারী (র) মু'আকীব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সিজদার সময় সিজদার জায়গা মসৃণ করার ব্যাপারে বলেছেন, "যদি সেটা করতেই হয় তবে তোমরা মাত্র একবার করবে।" (ফাতহুল বারী, ৩/৭৯) আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন, "নামাযের সময় তোমরা মাটি ঝাড়ু দিওনা, যদি দিতেই হয় মাত্র একবার দাও।" (আবু দাউদ ৯৪৬, সহীহ আল জামে, ৭৪৫২) এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো নামাযে খুশু' বজায় রাখা এবং নামাযে একজন মানুষকে অতিরিক্ত নড়াচড়া থেকে বিরত রাখা । যদি কাউকে নামাযের জায়গা মসৃন করতেই হয় তবে তা নামাযের আগে করাই উত্তম।

এই হাদীস কপাল এবং নাক পরিস্কার করার ক্ষেত্রেও প্রযোয্য হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রায়ই পানি এবং কাদার মধ্যে সিজদা দিতেন এবং তাঁর কপালে এর কিছু না কিছু লেগে থাকত কিন্তু তিনি কখনই নামাযে এগুলো পরিস্কারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হতেন না । এগুলো নাক এবং কপালেই লেগে থাকত কারণ তিনি নামাযে এতটাই মগ্ন থাকতেন এবং তাঁর খুশু' এতটাই গভীর ছিল যে এগুলোর প্রতি তাঁর কোন খেয়ালই থাকত না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "নামায নিজেই নিজেকে দখল করে রাখে।" (আল বুখারী, ফাতহুল বারী, ৩/৭২) ইবনে আবী শায়বাহ বর্ণনা করেন যে, আবু দারদা বলেছেন, " এমনকি আমার যদি লাল উটও পাবার কথা থাকে, নামাযে আমি আমার কপাল থেকে পাথর, নুড়ি পরিস্কার করব না।" কাযী আয়াদ বলেছেন, 'সালাফগণ নামায শেষ না হলে কখনই কপাল পরিস্কার করতেন না।'

২৫ নামাযের সময় তিলাওয়াত

একজন নামাযীর যেমন নামায নষ্টকারী সব জিনিস ত্যাগ করা উচিত তেমনি অন্যদেরকেও তার বিরক্ত করা অনুচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা সবাই তোমাদের মালিকের সাথে কথা বলছ, অতএব একে অপরকে বিরক্ত করবে না এবং তিলাওয়াতের সময় অথবা নামাযে একজনের উপর অন্যজনের স্বরকে উচুঁ করবে না ।" (আবু দাউদ ২/৮৩, সহীহ আল জামে, ৭৫২)

অন্য এক বর্ণনায় আছে , তিনি বলেছেন, "কোরআন তিলাওয়াতের সময় স্বর উঁচু করে তোমরা একজনের সাথে অন্যজন প্রতিযোগিতা কর না।" (ইমাম আহমদ ২/৩৬, সহীহ আল জামে, ১৯৫১)

২৬ নামাযে এপাশ ওপাশ ঘুরা

আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বান্দাহ যখন নামায পড়ে, আল্লাহ তাঁর দিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুরে থাকেন যতক্ষণ সে অন্যদিকে না ঘুরে । কিন্তু বান্দাহ যখনই অন্য দিকে ঘুরে আল্লাহ তার কাছ থেকে ঘুরে যান" । (আবু দাউদ ৯০৯)

নামাযে অন্যদিকে ঘুরা দুভাবে হতে পারে ঃ

১) হৃদয়কে আল্লাহর কাছ থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেওয়া

২) চোখকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া

দুটোর কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয় এবং দুটোই নামাযে পুরস্কারের জন্য অন্তরায় । রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে নামাযে অন্যত্র ফেরার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "এটা এমন কিছু যা শয়তান নামায থেকে চুরি করে।"(আল-বুখারী, কিতাব আল আজান, বাব আলতিফাত ফিস সালাহ) নামাযে হৃদয় বা চোখ অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যাকে একজন শাসনকর্তা ডেকে তাঁর সামনে দাঁড় করায় এবং যখন তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় সে এদিক সেদিক ঘুরে; কখনও ডানে তাকায়, কখনও বামে তাকায়; এভাবে সে তার শাসনকর্তার কোন কথা শোনেও না বুঝেও না, কারণ তার হৃদয়-মন অন্য জায়গায় পড়ে আছে । শাসনকর্তা কি করবে - এ ব্যাপারে এই লোকটি কিইবা চিন্তা করতে পারে? নূন্যতম যা সে পেতে পারে তা হল যখন সে শাষণকর্তাকে ত্যাগ করে, সে ঘৃণিত হয় এবং কখনই মূল্যায়িত হয় না।

অন্যদিকে আর এক ব্যাক্তি যে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আল্লাহর দিকে এমন ভাবে ফিরে যে সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মহত্ব অনুভব করে এবং আল্লাহর প্রতি ভয় এবং আনুগত্যে তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয় এবং সে আল্লাহর কাছ থেকে তার মন, হৃদয় এবং চোখকে অন্যত্র ফিরিয়ে নিতে ভীষণ লজ্জা পায় – এই দুই লোকের পার্থক্যের ব্যাপারে হাসান ইবনে আতিয়্যাহ বলেন, "এই দুইজন লোক একই জামাতে নামায পড়তে পারে কিন্তু পূণ্যের দিক দিয়ে বেহেশত এবং পৃথিবীর মতই তাদের পার্থক্য । একজন তার সমস্ত হৃদয় উজাড় করে আল্লাহর দিকে ফিরছে আর অন্যজন আল্লাহর প্রতি ভোলামন এবং অবহেলা প্রকাশ করছে।" (আল ওয়াবিলুস সায়্যিব– ইবনে কাইয়্যেম, ৩৬)

তবে মুখ ফিরানোর ব্যাপারে যদি কোন প্রকৃত কারণ থাকে তবে সেটা অন্য কথা । আবু দাউদ হতে বর্ণিত, সাহল ইবনে আল-হানজালিয়াহ বলেনঃ আমরা ফজরের নামায শুরু করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) গভীর সঙ্কীর্ণ উপত্যকার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আবু দাউদ বলেন, উপত্যকা পাহারা দেবার জন্য তিনি রাত্রিতে একজন অশ্বারোহী পাঠিয়েছিলেন । এমনটা হত যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে বিনতে আবিল আসকে বহন করতেন এবং আয়েশা (রাঃ) কে দরজা খুলে দিতে পিছনে ফিরতেন । আবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কাউকে কিছু শেখাতে চাইতেন, তিনি মিম্বর থেকে পিছনে ফিরতেন । এ ছাড়াও তিনি সালাতুল কুছুফ এর সময় পিছিয়ে আসতেন এবং শয়তানকে ধরে শ্বাসরোধ করতেন

কারণ সে তাঁকে প্রায়ই নামাযে বাধা দেবার চেষ্টা করত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়া অবস্থায় সাপ এবং বিচ্ছু মারা উচিত বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'যদি কোন ইমাম নামাযে ভুল করে তবে মহিলা মোক্তাদিরা হাততালি দিবে।' সালাম বা অভিবাদনের জবাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো কখনো হাত নাড়তেন এবং অঙ্গভঙ্গি করতেন। তবে এগুলো কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই করা যেতে পারে অন্যথায় নামাযের সময় এসব নিষিদ্ধ, কারণ এ কাজসমূহ নামাযে খুশু' নষ্ট করে। (মাজমু উল ফাতওয়া, ২২/৫৫৯)

২৭ নামাযে দৃষ্টিকে আকাশের দিকে নেওয়া

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে আমাদের দৃষ্টি উপরে নিতে নিষেধ করেছেন এবং এ ব্যাপারে সর্তক করে দিয়ে বলেছেন, "নামাযে দাঁড়িয়ে তোমাদের কেউ যেন আকাশের দিকে না তাকায়, এতে সে তার দৃষ্টি হারাতে পারে।" (আহমদ ৫/২৯৪; সহীহ আল জামে, ৭৬২) অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি বলেছেন, "এ লোকগুলোর কি হয়েছে যে তারা নামাযে আকাশের দিকে চোখ তুলে?" অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে "কেন এ লোকগুলো নামাযে দোয়ার সময় আকাশের দিকে চোখ তুলে ?" (মুসলিম, ৪২৯) রসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠোর ভাষায় এটার বিরোধিতা করে বলেছেন, "তাদের নামায থামিয়ে দাও অথবা তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।" (ইমাম আহমাদ, ৫/২৫৮; সহীহ আল জামে, ৫৫৭৪)

২৮ নামায পড়া অবস্থায় সামনে থুতু (spitting) ফেলা

এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে খুশু' এবং সদাচারের সাথে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তাকে তার সামনে থুতু ফেলতে দিবে না কারণ আল্লাহ নামাযে তার সামনেই অবস্থান করেন।" (সহীহ আল বুখারী, ৩৯৭) তিনি আরও বলেছেনঃ "তোমাদের যখন কেউ নামযে দাড়াঁয়, নামাযের সামনে তার থুতু ফেলা উচিত নয় কারণ সে তো আল্লাহর সাথে কথা বলছে। আর সে যতক্ষণ নামাযের জায়গায় থাকবে আল্লাহ তা'য়ালা ততক্ষণ তার উপর রহমত ও দয়ার বারী বর্ষণ করবেন। তার ডান পার্শ্বেও থুতু ফেলা উচিত নয়, কারণ ডান পার্শ্বে থাকে একজন ফিরিস্তা । যদি থুতু ফেলতেই হয় তবে তার উচিত বাম পার্শ্বে থুতু ফেলা অথবা পায়ের নীচে যা সে চাপা দিতে পারে।" (আল বুখারী, আল-ফাতহুল বারী, ৪১৬, ১/৫১৩) তিনি বলেছেন, "যে নামাযে দাঁড়ায় সে তার প্রভুর সাথে কথা বলে এবং তার মালিক- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবস্থান করেন তার এবং কিবলার মাঝে, সুতরাং কিবলার দিকেও তোমরা থুতু ফেলবে না, কিন্তু বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলতে পার।" (আল বুখারী, আল-ফাতহুল বারী, ৪১৭, ১/৫১৩) যদি মসজিদ কার্পেট দিয়ে সজ্জিত থাকে যা আধুনিক যুগে স্বাভাবিক, তবে থুতু ফেলার জন্য রুমাল বা টিসু বা এই জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যায় যা সাধারনত পুণর্বার কাজে লাগানো যায়।

২৯ নামাযে হাই তুলা

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নামায পড়া অবস্থায় তোমাদের যখন হাই তুলার প্রয়োজন হয়, সাধ্যমত এটা থামানোর চেষ্টা কর, কারণ তাছাড়া শয়তান তোমাদের ভিতর ঢুকে যাবে।" (মুসলিম, ৪/২২৯৩) শয়তান যদি ঢুকে যায় তবে নামাযীর খুশু' ধ্বংসে সে আরও সক্রিয় হবে। নামাযী যখন হাই তুলে শয়তান তখন তাকে ব্যঙ্গ করে ।

৩০ নামাযে মাজা বা কোমরের উপর হাত রাখা

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, " রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়াকালীন সময়ে মাজার উপর হাত রাখতে নিষেধ করেছেন।" (আবু দাউদ ৯৪৭, সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল-আমল ফিস-সালাহ, বাব আল-হাজার ফি'স-সালাহ) জিয়াদ ইবনে সুবাই আল-হানাফী বলেন, "আমি একদা ইবনে ওমরের পাশে নামায পড়ার সময় মাজার উপর হাত রাখছিলাম। এতে ওমর আমার হাতের উপর আঘাত করল। নামায শেষ হলে সে বলল, এটা নামাযে ক্রুশ আঁকার সমান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা করতে নিষেধ করেছেন ।" (ইমাম আহমদ, ২/১০৬ সহীহ, তাকরিয-আল ইহয়িয়া, আল-ইরওয়া, ২/৯৪) বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, দোযখের লোকজন বিশ্রাম নেবার সময় এই রূপ অঙ্গভঙ্গি করে। আমরা এটা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। [আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আল বাইহাকী]

৩১ নামাযের সময় কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া

বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযের সময় কাপড় ঝুলিয়ে দিতে অথবা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকতে নিষেধ করেছেন । (আবু দাউদ, ৬৪৩, সহীহ আল জামে, ৬৮৮৩) আল মাবুদ (২/৩৭) আল খাত্তাবী বলেন ঃ "আস সাদল হলো সারা রাস্তায় মাটি ছেঁছড়ে কারো কাপড় ঝুলিয়ে নেওয়া।" মিরকাত আল মাফাতিহ গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ "সাদল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কারণ এটার উদ্দেশ্য হলো প্রদর্শন এবং নামাযে এটা আরও বেশি খারাপ।" আন নিহায়াহ গ্রন্থের লেখক বলেনঃ "এটার অর্থ হলো কাপড় দিয়ে নিজেকে একেবারে জড়িয়ে ফেলে, হাত ভিতরে রেখে নীচু হয়ে মাথা নত করা, বলা হয় যে এমনটি করে ইহুদীরা।" আবার এমনটাও বলা হয় যে আস সাদল হলো মাথা অথবা কাঁধের উপর কাপড় রেখে তার প্রান্ত নীচের দিকে সামনের বাহু দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া যাতে করে একজন ব্যক্তি এটার যত্ন নিতেই মোহগ্রস্ত বা আচ্ছন্ন থাকে যা তার খুশু' কমিয়ে দেয়। উত্তমরূপে খাপ খাওয়া বা বাঁধা এবং বোতামযুক্ত (tied up properly or buttoned) পোষাক খুশু'র জন্য সহায়ক এবং তা একজন নামাযীর মনোযোগ নষ্ট করে না । আফ্রিকার কিছু কিছু জায়গায় এবং অন্যত্র এই পোষাক এখনও দেখা যায়। কিছু কিছু আরব এমন এক ধরনের আলখেল্লা পরে যা নামাযীর চিন্তাকে ভিন্নমুখী করে এবং তারা কাপড় গোছাতেই ব্যস্ত থাকে । খুলে যাবার ভয়ে পূর্ণবার তারা কাপড় বাধঁতে

ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটা ত্যাগ করা উচিত। এছাড়া মুখ ঢাকতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ ইহা উত্তম রূপে কোরআন তিলাওয়াত করতে এবং সিজদা দিতে সমস্যার সৃষ্টি করে। (মিরকাত আল মাফাতিহ, ২/২৩৬)

৩২ নামাযে পশুদের সদৃশ না হওয়া

আল্লাহ আদমের সন্তানদের সম্মান করেছেন এবং সবচেয়ে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নামাযে আমাদেরকে পশুদের মত নড়াচড়া এবং অঙ্গভঙ্গি করতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছেন, কারণ তা খুশু' বিরোধী। অন্যদিকে এটা এতই দৃষ্টিকটু যে নামাযে একজন নামাযীকে কখনই তা মানায় না। উদাহরণস্বরূপ, নামাযে তিনটি কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছেঃ প্রথমত, কাকের মত ঠোকরানো; দ্বিতীয়ত, হাতের সামনের অংশ মাংসাশী পশুর (বাঘ, সিংহ) মত মাটির সাথে মেলে ধরা এবং তৃতীয়ত, উটকে একই জায়গায় বেঁধে রাখার মত সব সময় এক জায়গায় নামায পড়া। (আহমাদ, ৩/৪২৮) বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদে সব সময় একই জায়গায় নামাজ পড়ে , সে হলো সেই উটের মত যাকে একটা নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে যেতে না দেওয়া হয়। (আল ফাতহুর রাব্বানী) অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, এই জায়গাটি যেন তার নিজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তিনি ছোট মুরগীর বাচ্চার ঠোকর মারার মত সিজদা করতে, কুকুরের মত বসতে এবং শিয়ালের মত পাশ ফিরতে নিষেধ করেছেন।" (ইমাম আহমেদ ২/৩১১, সহীহ আল তাহজীব, ৫৫৬) খুশু অর্জনের উপায় সমন্ধে আমরা এই অলোচনা গুলো করলাম । এগুলোর জন্য আমাদের উদ্দ্যমী হতে হবে এবং যা আমাদের মনকে ভিন্নমুখী করে সে গুলো ত্যাগ করতে হবে । খুশু' সর্ম্পকিত আরও একটি বিষয় আছে। আলেমগণ এটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বিধায় এটা উল্লেখ করা হল।

৩৩ যে নামাযে কেউ শয়তানের ওয়াসওয়াসার চক্রান্তের চরম শিকার হয়, সেই নামায কি সঠিক অথবা তার কি আবার সেই নামায পড়তে হবে ?

ইবনুল কাইয়্যেম (র) বলেন, "এটা বলা হয়েছে যে, তুমি সেই নামাযের ব্যাপারে কি বল, যে নামাযে কোন খুশু' নেই; তার কি সেই নামায আবার পড়তে হবে?" নামাযের যে অংশটুকুতে একজন তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে এবং আল্লাহর কাছে সঠিক খুশু'র মনোভাব পোষণ করে সেই অংশের পুরস্কার দেওয়া হবে এবং বাদ বাকি খুশু'হীন অংশ পুরস্কারের জন্য ধরা হবে না । ইবনে আব্বাস বলেন, "নামায থেকে তুমি ততটুকু ব্যতিত আর কিছুই অর্জন করতে পার না যতটুকু তুমি তোমার মনকে নামাযে নিবিষ্ট করতে পার।"

মুসনাদে বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "একজন নামাযে নিজেকে নিবেদন করতে পারে তবে নামাযের অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চর্তুথাংশ এবং কখনও কখনও এক দশমাংশ ব্যতিত অন্য কিছুই তার জন্য লিপিবদ্ধ হয় না।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নামাযে ইবাদত বন্দেগীকারীদের সফলতা রেখেছেন নামাযের খুশু'র মধ্যে এবং বলেছেন যার নামাযে খুশু' নেই সে সফলতা অর্জনকারীদের অর্ন্তভূক্ত নয়। কিন্তু যদি এটা পুরস্কারের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হয় তবে সে কৃতকার্যদের মধ্যে একজন হিসেবে গণ্য হবে। পার্থিব রায়ের ভিত্তিতে এটা গণনা করা হবে কিনা অথবা পুনরায় নামায পড়া থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে বলা হয় যে, 'নামাযের অধিকাংশ সময় যদি সে খুশু'র সহিত নিজের মনকে নিবিষ্ট করে তবে সমস্যা নেই।' অধিকাংশ আলেমরাই এই মত দেন।

সুন্নাত নামায এবং নামাযের পরে আল্লাহর যিক্‌র-আযকার খুশু'র এই অভাব পূরণ করে। কিন্তু যে নামাযে কোনই খুশু' নেই অথবা উপযুক্ত মনোযোগ নেই– সে ব্যাপারে অধিকাংশ ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন ।আহমাদের সাথী ইবনে হামেদ মনে করেন, এ ক্ষেত্রে তার পুনরায় নামায পড়া আবশ্যক। এ ব্যাপারে দুটি প্রধান পান্ডিত্যপূর্ণ মতামত পাওয়া যায়। এটা হাম্বলী এবং অন্যান্য মাজহাবে লক্ষ্য করা যায়। তারা এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেজদাতুস সাহু এর যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে প্রমাণ হিসেবে হাজির করেন, যা নামাযে কোন ভুলের কারণে করতে হয়। কিন্তু তিনি তো এটা বলেননি যে পুনরায় নামায পড়তে হবে। যদিও তিনি বলেছেন ঃ যে কেহ নামাযে দাঁড়ালেই শয়তান তার কাছে আসে এবং বলে "এটা তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ওটা তোমার জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ" এবং এভাবে ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো মনে করিয়ে দিয়ে তাকে সেই পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে ফেলে যেখানে একজন নামাযী ভুলে যায় কতটুকু নামায সে পড়েছে। এ ব্যাপারে কোন বির্তক নেই যে, নামাযে একজনের মনোযোগ বা খুশু'র পরিমান অনুযায়ীই নামাযের পুরস্কার নির্ধারিত হবে যেমনটি নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, "নামাযে একজন নিজেকে নিবেদন করতে পারে তবে নামাযের অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চর্তুথাংশ এবং কখনও কখনও এক দশমাংশ ব্যতিত অন্য কিছুই তার জন্য লিপিবদ্ধ হয় না।"

ইবনে আব্বাস বলেন, "নামাযের যে অংশটুকুতে তুমি তোমার মনকে যতটুকু কেন্দ্রীভূত করবে সেটুকু ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না। " সুতরাং নামাযকে পরিপূর্ণ সঠিক হতে হবে – এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে নামায শুদ্ধ হবে না । কিন্তু এটাকে সিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া যায় এই যুক্তিতে যে, আমাদেরকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। (মাদারিজুস সালীকিন, ১/১১২) সহীহ থেকে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয় তখন শয়তান পায়ু পথে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পালায় যাতে করে সে এটা আর শুনতে না পায়। যখন আযান শেষ হয়ে যায় সে আবার ফিরে আসে । নামায শুরু হলে সে আবার পালায়, কিন্তু বান্দাহর নামায পড়াকালীন সময়ে সে আবার ফিরে আসে এবং বলেঃ এটা মনে করো, কারণ এটা খুবই সুন্দর চিন্তা; পরে আর মনে থাকবে না, ওটা মনে করো ইত্যাদি, ইত্যাদি ---- যা একজন নামাযী অনেক আগেই ভুলে গিয়েছিলো । এবং শয়তান তাকে এভাবে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যে সে (নামাযী) ভুলে যায় সে কতটুকু নামায পড়েছে। তোমাদের মধ্যে কারো অবস্থা যদি এমনটি হয় তবে সে যেন বসে আর দুটো সিজদা দিয়ে নেয়।" তাঁরা বলছেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই নামাযে নামাযীকে আরো দুটো সিজদা দিতে বলেছেন যে নামাযে শয়তান

তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে সে কতটুকু নামায শেষ করেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় নামায পড়তে বলেননি । তাঁদের দাবি অনুযায়ী যদি এই নামায অকার্যকরই হতো তাহলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় এই নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন ।

তাঁরা আরো বলেনঃ দুই সিজদা দেওয়ার কারণ তখনি বর্তায় যখন শয়তানের ওয়াস ওয়াসার কারণে নামাযের ধারাবাহিকতায় কোন গোলমাল হয় অথবা কোন কিছু ভুলে যায়। শয়তান সুকৌশলে মানুষের চিন্তার ভিতর প্রবেশ করে এবং সে নামাযে একজন নামাযীর আত্মার কাছে আসে। সাহু সিজদার মাধ্যমে শয়তানকে এর জবাব দেওয়া হয় এবং এতে সে ভীষণ বিরক্ত হয়। সেই জন্য এই দুই সিজদাকে আল মারগিমাতাইন (বিরক্তকারী দুই সিজদা) বলা হয়। (মাদারিজুস সালীকিন, ১/৫২৮-৫৩০) এখন আপনি যদি বলেন যে পুনরায় নামায পড়তে হবে যাতে করে আমি এর লাভ এবং পুরস্কার পাই, সেটা কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার । লাভের জন্য যে কেউ এটা পড়তে পারে। আবার কেউ পড়তে না চাইলে নাও পড়তে পারে । কিন্তু আপনি যদি বলেন যে , এটা পড়তেই হবে এবং না পড়লে শাস্তি দেওয়া হবে তবে সেটা ঠিক হবে না। দুই মতের মধ্যে এটাই অধিক সঠিক; আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

উপসংহার

খুশু' একটি গভীর এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিচার্যবিষয়; আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ইহা অর্জন করা অসম্ভব । খুশু' থেকে বঞ্চিত হওয়া চরম বিপর্যয়ে পড়ার চেয়ে কিছু কম নয় । তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রায়ই এই বলে দোয়া পড়তেনঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আ'য়ুজু বিকা মিন ক্বলবিন লা ইয়াখশা" (অর্থ ঃ হে আল্লাহ! খুশু' নেই এমন আত্মা থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) (আত তিরমিজি, ৫/৪৮৫, নং ৩৪৮২; সহীহ সুনান আত তিরমিজি, ২৭৬৯) নামাযীদের মধ্যে খুশু'র পর্যায় বা স্তরের (levels) ভিন্নতা আছে । খুশু' হল হৃদয়ের একটা ক্রিয়া যা বাড়তেও পারে কমতেও পারে । অনেকের খুশু' আছে আকাশের বড় বড় মেঘের মত আবার অনেকেই বিলকুল কোন কিছু না বুঝেই নামায শেষ করে।

পাঁচ স্তরের নামাযী

যখন নামাযের সময় হয় তখন পাঁচ স্তরের নামাযী দেখা যায়ঃ

প্রথম স্তরের নামাযীরা নিজেদের সাথে নিজেরাই অন্যায় আচরণ করে। এরা ভালভাবে অযু করে না, সঠিক সময়ে নামায পড়ে না এবং এটা নিশ্চিত হয় না যে নামাযের সব জরুরি অংশগুলোই সে পালন করছে।

দ্বিতীয় স্তরের নামাযী শুধু নামাযের বাইরের প্রয়োজনীয় অংশগুলোই পালন করে। তারা সময়মত নামায পড়ে এবং ঠিকমত ওযু করে কিন্তু তারা নিজের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসার সাথে এক হয়ে যায়।

তৃতীয় শ্রেনীর নামাযী হলো তারা যারা নামাযের বাইরের নিয়মাবলী মেনে চলে, সময়মত নামায পড়ে, ঠিকমত ওযু করে, নিজের সাথে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসার সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু সে সব সময় তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আচ্ছন্ন থাকে পাছে শয়তান নামায থেকে তাকে চুরি করে অন্যত্র নিয়ে যায় । সে নামায এবং জিহাদ একই সাথে চালিয়ে যায় ।

চতুর্থ শ্রেনীর নামাযী হলো সে যে নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং নামাযের সব শর্তই পূরণ করে, তাঁর সর্ম্পূণ হৃদয় নামাযেই কেন্দ্রীভূত থাকে, সে থাকে সদা সর্তক যাতে কোন কিছু বাদ না যায়। তাঁর চিন্তাই থাকে কিভাবে নামাযকে যথাযথ এবং পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করা যায়। নামাযে আল্লাহর বন্দেগীতে তাঁর হৃদয় থাকে গভীর ভাবে নিমজ্জিত।

পঞ্চম শ্রেনীর নামাযী হলো সে যে এগুলোর সবই করে এবং সে তাঁর হৃদয়কে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে, হৃদয় দিয়ে আল্লাহর দিকে তাকায় এবং তাঁর সব চিন্তা ভাবনাকে আল্লাহতে কেন্দ্রীভূত করে এবং আল্লাহর প্রতি সে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধে পরিপূর্ণ হয়; মনে হয় সে যেন সত্যিই আল্লাহকে দেখছে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং তার চিন্তাসমূহ ধুলিসাৎ হয়ে যায় এবং এই নামাযী এবং তাঁর প্রভুর মধ্যকার সকল প্রতিবন্ধকতা তুলে নেওয়া হয়। তাঁর নামাযের সাথে অন্য কোন ব্যক্তির নামাযের পার্থক্য হলো বেহেশ্‌ত এবং দোযখের পার্থক্য থেকেও বেশী। এই ব্যক্তি যখন নামায পড়ে সে তাঁর মালিকের চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে এবং তাঁর প্রতি সে সন্তুষ্ট থাকে।

প্রথম শ্রেনী শাস্তিযোগ্য, দ্বিতীয় শ্রেনীর জন্য রয়েছে জবাবদিহিতা, তৃতীয় শ্রেনী সংগ্রাম করছে সুতরাং তাঁরা পাপী বলে গণ্য হবে না, চতুর্থ শ্রেনী পুরস্কার এবং পঞ্চম শ্রেনী মহান রাব্বুল আলামীনের খুব কাছের মানুষ কারণ সে হলো তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত যাদের কাছে নামায হলো আনন্দ এবং প্রশান্তির উৎস। এই দুনিয়ার জীবনে যাঁরা নামাযের মধ্যে আনন্দ পাবে তাঁরা ঐ জীবনে আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ পাবে এবং এ জীবনেও তাঁরা আল্লাহর মাঝে পাবে অফুরন্ত আনন্দ । আর যাঁরাই এই আনন্দ লাভ করবে তাঁরা আল্লাহর দেওয়া পার্থিব উন্নতি এবং সব কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকবে । আর যারা আল্লাহর মাঝে এই আনন্দ পাবে না তারা তাদের দুনিয়াবী বস্তুর জন্য অনুতাপে এবং তীব্র শোকে ধ্বংস হয়ে যাবে । (আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব, ৪০)

পরিশেষে আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে তাঁদের অর্ন্তভূক্ত করেন যাদের খুশু' আছে এবং আরও প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের তওবাগুলো কবুল করেন। আল্লাহর কাছে আরও প্রার্থনা তিনি যেন মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শাফায়াত আমাদেরকে নসীব করেন। আল্লাহ তাঁদের পুরস্কৃত করুন যারা এই বইটি লিখতে, প্রকাশ করতে, প্রচারে এবং প্রদানে সহায়তা করেছেন এবং তাঁদেরকে লাভবান করুন যারা এই বইটি পড়েছে। আল্লাহতা'য়ালা আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাত নসীব করুন।

প্রশংসা শুধুই আল্লাহর যিনি সমগ্র মহাবিশ্বের একমাত্র রব।

ব্যবহৃত গ্রন্থ (Reference)

পবিত্র কোরানুল করীম, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী' (রহঃ), মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কতৃর্ক অনুদিত ও সম্পাদিত, খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রন প্রকল্প ১৯৯২, মদীনা

সহায়ক গ্রন্থসমুহ (Bibilography)

১. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী (রহঃ), *পূর্ণাঙ্গ নামাজ শিক্ষা*, হযরত মাওলানা শাহে আলম মীর্জা ও হযরত মাওলানা শামসুল হক কতৃর্ক অনুদিত ও সম্পাদিত, ইসলাম পাবলিকেশনস ২০০৩, ঢাকা

২. নাসিরুদ্দীন আলবানী, *রসূলুল্লাহর নামাজ*, এ এন এম সিরাজুল ইসলাম কতৃর্ক অনুদিত এবং আব্দুস শহীদ নাসিম কতৃর্ক সম্পাদিত, শতাব্দী প্রকাশনী ১৯৯৮, ঢাকা

৩. মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, *দৈনন্দিন জীবনে যিক্‌র ও দোয়া*, নকীব পাবলিকেশনস্‌, ২০০১, ঢাকা

৪. সিদ্দিকী জিল্লুর রহমান, *বাংলা একাডেমী ইংলিশ-বেঙ্গলী ডিকশনারী*, বাংলা একাডেমী ১৯৯৩, ঢাকা

নামাযে খুশু' উন্নয়নের ৩৩ উপায়

(সাবাবুন লিল খুশু' ফিস সালাহ্)

...আত্মা বা হৃদয় হলো একজন রাজা এবং দেহের বিভিন্ন অংশগুলো হলো তার সৈন্য সামন্ত যারা রাজা যা আদেশ করে তাই করে এবং যেখানে যেতে বলে সেখানেই যায়। রাজা যদি সিংহাসনচ্যুত্য হয় তবে সৈন্যরা বিভ্রান্ত হয় এবং দিগবিদ্বিক পালিয়ে যায়। আর ঠিক এমনটাই হয় যদি আত্মা যথাযথ ভাবে ইবাদত করতে ব্যর্থ হয়...

...এই খুশু' ওয়ালাদের তৃপ্ত হৃদয়টা হলো নীচু সমতল ভূমির মতো যেখানে ধীরে ধীরে পানি প্রবাহিত হবার পর তা অত্যন্ত স্থির এবং শান্ত ভাবে অবস্থান করে। এটার লক্ষণ হলো একজন মানুষ সম্মান এবং দীনতার সাথে তাঁর প্রভুর কাছে মস্তক অবনত করে এবং সে তাঁর মস্তক উত্তোলন করে না যতক্ষন না সে তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করে। অন্যদিকে উদ্ধত বা অশিষ্ট হৃদয় অবজ্ঞায় পরিতৃপ্ত এবং তা একটি উঁচু জমিনের মত যেখানে কখনই পানি স্থির ভাবে জমতে পারেনা...

...এমনকি খাওয়ার সময় ও তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি খাবার পরিবেশন করা হয় এবং একই সাথে নামাযের সময় হয় তবে মাগরিবের সালাতের আগে রাত্রির খাবার খেয়ে নাও এবং খাবার শেষ করার আগে তাড়াহুড়ো কর না।" অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে...

...বিনয় বা স্থিরতা হল এমন কিছু যা পরিমিত, ধীরস্থির ও ছন্দপূর্ণ...
সুতরাং কোন ব্যক্তির স্থিরতা স্থিরতা নয় যদি না তার পরিমিতিবোধ থাকে...
নামাযের মধ্যে খুশু' তখনই আসে যখন একজন সবকিছু বর্জন করে তার হৃদয়কে খালি করে কেবলমাত্র নামাযের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে এবং সবকিছুর পরিবর্তে শুধু নামাযকেই অগ্রাধিকার দেয়। আর কেবল তখনই সে এতে তৃপ্তি ও আনন্দ পায় যেমনটি পেয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম...

নামাযে খুশু' উন্নয়নের ৩৩ উপায়